দারুল উলুম দেওবন্দ-এর মুফতী সাহেবদের সত্যায়িত

সর্বস্তরের উলামা-মাশায়েখ সমর্থিত

দলিল প্রমাণসহ ই'তিকাফ সম্পর্কিত

৫০০-এর অধিক মাসলা-মাসায়েল

মুকাম্মাল মুদাল্লাল

মাসায়েলে ই'তিকাফ
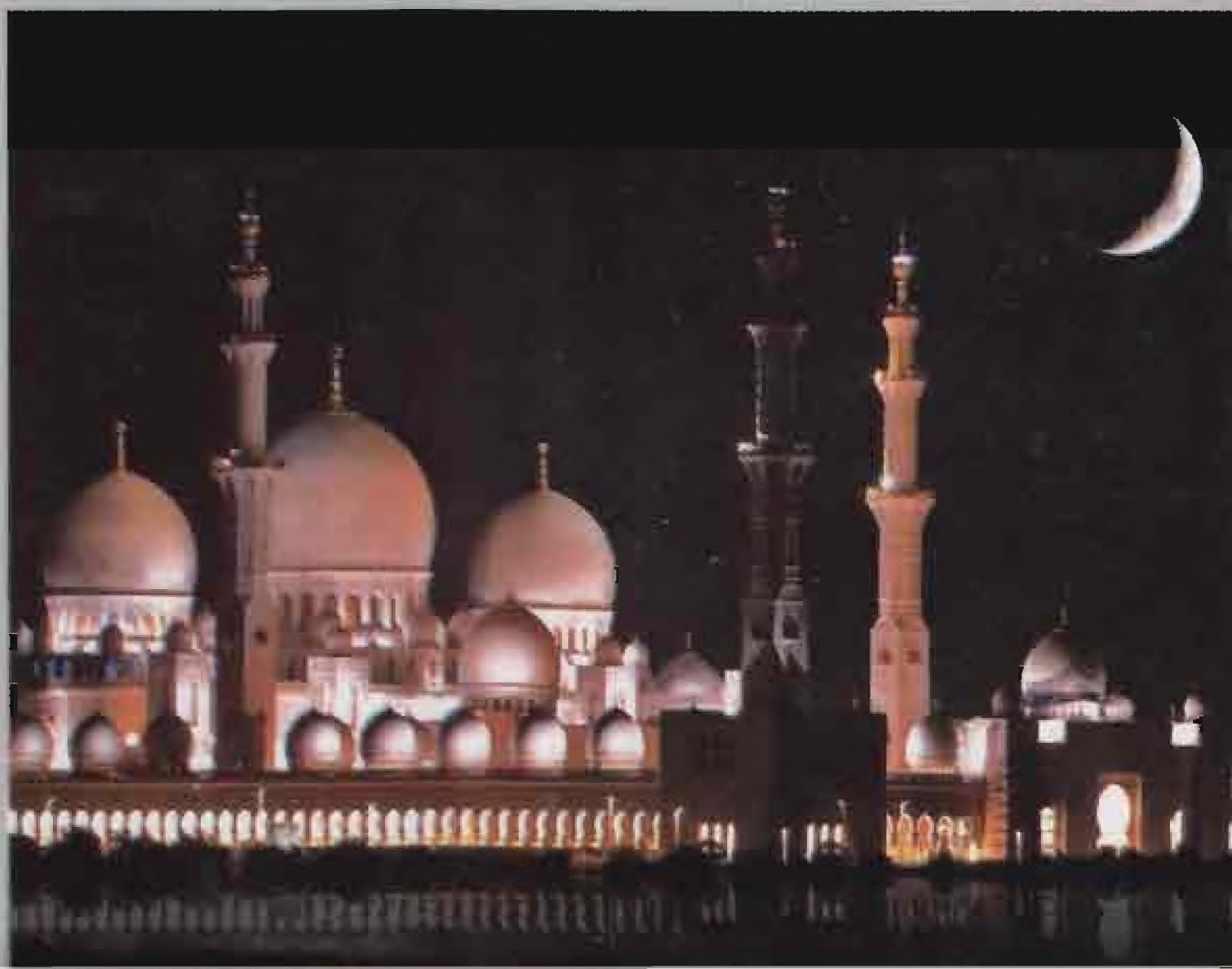
মাওলানা রাফ্‌আত কাসেমী

দারুল উলূম দেওবন্দ-এর মুফতিয়ানে কেরাম সত্যায়িত
উপমহাদেশের সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম সমর্থিত,
মাওলানা রাফ'আত কাসেমী রচিত

মুকাম্মাল মুদাল্লাল

মাসায়েলে ই'তিকাফ

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন সরকার
ও
মাওলানা মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কারীম

সম্পাদনা
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
শায়খুল হাদীস, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা

আল-কাউসার প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার পাঠক বন্ধু মার্কেট
১১, বাংলাবাজার ঢাকা ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা।
ফোন : ৭১৬৫৪৭৭ মোবা : ০১৭১৬৮৫৭৭২৮

প্রকাশক
মুহাম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স
২১৭, ব্লক-ত, মিরপুর-১২, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ
রবিউস সানী, ১৪৩২ হিজরী
মার্চ, ২০১১ ঈসায়ী

অক্ষর বিন্যাস
আল-কাউসার কম্পিউটার্স,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মূল্য
১০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
ধলেশ্বরী প্রিন্টিং প্রেস
সুত্রাপুর, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান
চকবাজার, বাংলাবাজারসহ দেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহ

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

সর্বস্তরের উলামা-মাশায়েখ সমর্থিত

৫০০-এর অধিক মাসলা-মাসায়েল

মুকাম্মাল মুদাল্লাল

মাসায়েলে ই'তিকাফ

মাওলানা রাফ্আত কাসেমী

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সমাপ্ত

দারুল উলূম দেওবন্দের ছদর মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী নিযামুদ্দীন সাহেবের অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ

'মুকাম্মাল ওয়া মুদাল্লাল মাসায়েলে ই'তিকাফ' কিতাবটিও সংকলকের পূর্ববর্তী দুটি কিতাব

(১) মুকাম্মাল ওয়া মুদাল্লাল মাসায়েলে তারাবীহ এবং

(২) মুকাম্মাল ওয়া মুদাল্লাল মাসায়েলে রোযা এর মত বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক মাসায়েলের ক্ষেত্রে হাওয়ালা প্রদত্ব মূল কিতাবের ইবারত হুবহু নকল করায় এর প্রতি আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতা বহুগুণে বেড়ে যায়।

আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন এ পুস্তকাটিকে গুণিজন ও সাধারণ মানুষদের জন্য উপকারী বানান এবং এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন।

বান্দা নিযামুদ্দীন

মুফতী, দারুল উলূম দেওবন্দ

১৯-০৬-১৪০৭ হিজরী

দারুল উলূম দেওবন্দ-এর বর্তমান শায়খুল হাদীস

মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী সাহেবের অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"মুকাম্মাল ওয়ামুদাল্লাল মাসায়েলে ই'তিকাফ' জনাব মাওলানা রাফআত কাসেমী সাহেব যীদা মাজদুহুম কর্তৃক সংকলিত পুস্তিকাটি অধমের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু নাম থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। রমাযানুল মুবারকে, বিশেষ করে শেষ দশকের আমলগুলোর মধ্যে ই'তিকাফ অন্যতম একটি। ই'তিকাফের বাস্তবতা হল সকল ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু এর ধ্যানে তাঁর দরবারে তথা মসজিদের কোনো এক কোণে বসে পড়া এবং সর্বদা ইবাদত ও যিকির ফিকিরে লিপ্ত থাকা।

উল্লেখ্য যে, সকল ব্যস্ততা থেকে কেটে পড়ে আপন মালিক, আল্লাহ পাকের হেফাজতে এবং তাঁর দরবারে এসে পড়ার চাইতে বড় সফলতা বান্দার জন্য আর কী হতে পারে যে, সর্বদা তাঁর স্মরণ করে, তার দরবারে তওবা ইস্তেগফার করে আপন গুনাহ ও ত্রুটি সমূহের উপর অনুতপ্ত হয়ে কান্নাকাটি করে এবং পরম করুণাময় দয়ালু মালিকের দরবারে রহমত ও মাগফিরাত তালাশ করে, তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অন্বেষণ করে। এভাবেই ইবাদতের মধ্যে তার দিন রাত কেটে যায়। এ ছাড়া ই'তিকাফের আরো অন্যান্য ফায়েদা রয়েছে। যেমন :

(১) জনগণের সাথে মেলামেশা, উঠাবসাসহ বিভিন্ন কারবারী ব্যস্ততায় লিপ্ত হয়ে মিথ্যাসহ বিভিন্ন গুনাহের কাজ হয়ে থাকে। ই'তিকাফকারী এসব থেকে নিরাপদ থাকে। যেমন : হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে

هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوْبَ

"ই'তিকাফকারী গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকে।"

(২) ই'তিকাফকারী নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু এর দরবারে এসে পড়ে এবং এ জড় জগতে আল্লাহ পাকের যতটুকু নৈকট্য

লাভ করা সম্ভব; ততটুকু নিকটবর্তী হয়ে যায়। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ–

"যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হয়, আমি তার দুহাত নিকবর্তী হই, আর যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই।"

এবার আপনিই অনুমান করুন যে, আল্লাহপাক ই'তিকাফকারীর কত নিকটবর্তী? এবং তার উপর কী পরিমাণ দয়াশীল হন।

৩) ই'তিকাফ অবস্থায় গোটা সময় ইবাদতের সাওয়াব মিলতে থাকে। চাই ই'তিকাফকারী চুপ হয়ে বসে থাকুক, ঘুমিয়ে পড়ুক কিংবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকুক।

৪) ই'তিকাফকারীর সকল শ্বাস-প্রশ্বাসই ইবাদত। তাই শবে কদরের ফযীলত অর্জনের জন্য এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আর কী হতে পারে? কারণ যখনই শবে কদর আসবে তখন সে ইবাদত অবস্থায়ই থাকবে।

তবে এ বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোনো ইবাদতের সাওয়াব তখনই অর্জিত হয়, যখন তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়। আর আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হল উক্ত ইবাদতের বাহ্যিক উপায়-উপকরণ শরী'অতের শিক্ষাও দিক নির্দেশনা অনুযায়ী হওয়া।

মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ রাফআত কাসেমী সাহেব এই পুস্তিকাটি এ উদ্দেশ্যেই লিখেছেন যে, ই'তিকাফকারী যেন নিজ ই'তিকাফকে শরী'অতের বিধান মোতাবেক পরিপালনের ক্ষেত্রে এ কিতাব থেকে দিক নির্দেশনা অর্জন করতে পারে।

দু'আ করি, আল্লাহ পাক সম্মানিত লেখক দা. বা. এর এই নেক ইচ্ছা উত্তম রূপে পূর্ণ করেন এবং উক্ত পুস্তিকা দ্বারা জাতিকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। (আমীন ইয়ারাব্বাল আলামীন)

সাঈদ আহমদ পালনপুরী আফাল্লাহু আনহু

মুহাদ্দিস, দারুল উলূম দেওবন্দ. ৫ যিলহজ্ব : ১৪০৮ হি :

সংকলকের কথা

প্রতি বছর রমাযান মাসে সাধারণত মুসলমানদের মাঝে ধর্মীয় জযবার তীব্রতা দেখা যায় এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং শেষ দশ দিনে প্রায় মসজিদেই ই'তিকাফকারীদের দেখতে পাওয়া যায়। বরং কোথাও কোথাও তো ই'তিকাফকারী, আল্লাহ্ ভক্ত বান্দাদের দ্বারা মসজিদ ভরপুর হয়ে যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, ই'তিকাফের প্রয়োজনীয় মাসায়েলের উপর সঠিক ধারণা না থাকায় অনেকের ই'তিকাফ শুদ্ধ হয় না। কখনো কখনো অনেক ই'তিকাফকারী প্রথম দিনেই নিজের ই'তিকাফ ভেঙ্গে দেন এবং এটা তাঁদের জানাও থাকে না।

এ সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই স্বীয় মহানুভব উস্তাদগণের দোয়ার বদৌলতে ই'তিকাফের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মাসায়েল নির্ভরযোগ্য ফিক্হের কিতাবসমূহের দলীল প্রমাণসহ "মুকাম্মাল ওয়া মুদাল্লাল মাসায়েলে ই'তিকাফ" নামক গ্রন্থখানি সংকলন করার প্রয়াস পেয়েছি। যাতে করে ই'তিকাফকারী বন্ধুগণ এ মাসায়েলগ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়ে ই'তিকাফ নষ্ট করা থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন এবং নিজেদের ই'তিকাফকে আরো বেশি সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন।

মুহাম্মদ রাফ'আত কাসেমী
মুদাররিস, দারুল উলূম দেওবন্দ
৮ জমাদিউল উখরা ১৪০৭ হি:

ই'তিকাফ কী?

রোযার মাধ্যমে মানুষের কু প্রবৃত্তিকে ভারসাম্যতায় এনে শরী'অতের বিধান পালনের উপযোগী করে তুলেছিল। এখন সে যখন এভাবে বিশটি দিন অতিক্রম করল এবং যেন রূহানী চিকিৎসার একটি কোর্সের পরিসমাপ্তি হল, তখন আল্লাহ তা'আলা চাইলেন যে, আমার বান্দা আমি ছাড়া সকল প্রকার সৃষ্টজীবের সাথে অপ্রয়োজনীয় সম্পর্কচ্ছেদন করে কেবলই আমার দরবারে হাজির হয়ে পড়ে এবং আমি ছাড়া আর কারো সাথে কোনো প্রকার সম্পর্কই অবশিষ্ট না থাকে।

রোযার মাঝে প্রেমাস্পদ প্রিয়তমা স্ত্রী থেকে কেবল দিনের বেলাতেই পৃথক রেখে ছিল। বান্দা যখন এর মাঝে পূর্ণ সফলতা অর্জন করল, তখন তাকে দিবা-নিশি সর্ব মুহূর্তে তা থেকে পৃথক করে সকল একাগ্রতা আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য খাছ করে নিলেন এবং নির্দেশ জারি করে দিলেন যে খানা-পিনা, আরাম-আয়েশ, শয়ন-নিদ্রা সব কিছুই আমার দরবারে করো এবং আমার উপাসনা যা এখন পর্যন্ত দুনিয়াবী কাজের সাথে সাথে করছিলে, এখন সেসব ইবাদত আমার দরবারে উপস্থিত হয়েই আদায় করো, যাতে করে দুনিয়ার পুতিগন্ধময় পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে হৃদয় মননে আমার ভালোবাসায় মত্ত হয়ে যাবে এবং তোমার অন্তরের দুনিয়ায় যদি কোনো রাজত্ব থেকে থাকে, তা হলে পরাক্রমশালী এক আল্লাহরই রাজত্ব আছে। (রমাযান কেয়া হায় : ১৪০)

ই'তিকাফকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো, যে কারো দরবারে গিয়ে পড়ে থাকে এবং যতক্ষণ আবেদন কবুল না হয় ততক্ষণ ফিরে আসে না।

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے + یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

"তোমার পদতলে আমার জীবন কুরবান, এটাই হৃদয়ের
কাকুতি মিনতী ও আশা।"

যদি বাস্তবেই এই অবস্থা হয়, তা হলে কঠিন থেকে কঠিন হৃদয়ের অধিকারীর মনও গলে যায় আর আল্লাহ জাল্লাশানুহূ তো ক্ষমার জন্য উছিলা তালাশ করেন, এমনকি উছিলা ছাড়াও রহমত করেন। এজন্য যখন কোনো বান্দা দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে যায়, তখন

আল্লাহ তা'আলা যে তাকে পুরস্কৃত করবেন এর মাঝে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভরপুর ধনকূপ থেকে যাকে দান করতে ইচ্ছা করেন, তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করার মতো আর কেউ আছে কি?

অনুরূপভাবে ই'তিকাফাকারী সর্বদাই ইবাদতে মগ্ন থাকে। এমনকি জাগ্রত ও ঘুমন্ত সর্বাবস্থায়ই ইবাদত এর মাঝে গণ্য হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন হতে থাকে।

✪ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে : "যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই এবং যে আমার দিকে দৃঢ় পদে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।" অনুরূপভাবে ই'তিকাফের মাঝে আল্লাহ তা'আলার ঘরে উপস্থিত হতে হয়। আর ভদ্র মেজবান সর্বদাই আগত মেহমানের সম্মান রক্ষা করে থাকেন। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার দুর্গের মাঝে হিফাজাত ও পূর্ণ নিরাপত্তা থাকে, যে পর্যন্ত শত্রুর পদচারণ হয় না।

এমনিভাবে ই'তিকাফ অবস্থায় এদিক সেদিক গমনাগমণও চলাফেরার কোনো কাজ কর্মই থকে না। এই জন্য আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও স্মরণ ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনো ব্যস্ততা থাকে না। (ফাযায়েলে রমাযান : ৫১)

ই'তিকাফের সাওয়াব

একনিষ্ঠভাবে যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই ই'তিকাফ করা হয়, তা হলে তা অনেক উচ্চ এবং মহামহীম ইবাদত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই'তিকাফ করার প্রতি অনেক গুরুত্ব দিতেন।

✪ ইমাম যুহরী রহ. বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন অনেক আমল রয়েছে যা কখনো করতেন এবং কখনো ছেড়ে দিতেন; কিন্তু যখন থেকে তিনি মদীনায় হিজরত করে আসলেন, শেষ জীবন পর্যন্ত কখনোই রমাযানের এই শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ বর্জন করেন নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল মানুষ এক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে দৃঢ়তার সাথে অনুসরণ করে না। ই'তিকাফকারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوْبَ وَيُجْرى لَه مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا

✪ "ই'তিকাফকারী পাপ কর্মসমূহ থেকে বেঁচে থাকে এবং তার জন্য পূণ্যের কাজ করা ব্যতীতও পূণ্য সম্পাদনকারীর পরিমাণ সাওয়াব লিখা হয়।" হাদীসটি ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে, ইবনে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে ই'তিকাফের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) প্রথমটি হল এর মাধ্যমে মানুষ পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে আর এটাই স্বাভাবিক যে মানুষ যে স্থানেই বসে, নানান প্রকারের মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং সর্ব প্রকার ঘটনাবলি, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা-বলি হতে থাকে, যার মধ্যে সত্য-মিথ্যা, গীবত-শেকায়েত, মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি অবশ্যই হয়ে থাকে। অনেক ভেবে চিন্তে কথা বলেও নিজ পরিবেশের মন্দ প্রতিক্রিয়া থেকে খুব কম লোকই বাঁচতে পারে। কি মসজিদে বসার ফলে ঐ সকল প্রপাগাণ্ডা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

(২) দ্বিতীয় বড় ফায়দা হল, অনেক নেক কাজের সাওয়াব তা আদায় করা ছাড়াই অর্জিত হয়। আর বাস্তবতা হল আল্লাহ তা'আলা দেওয়ার জন্য উছিলা খুঁজতে থাকেন, যদি কোনো উছিলা পাওয়া যায়, তা হলে বান্দাকে ভরপুর দান করেন। এতে করে এ কথা বুঝে আসে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছেন কিন্তু প্রদান করার জন্য কোনো না কোনো উছিলা তালাশ করেন এবং তা কেন্দ্র করেই প্রদান করতে চান।

ই'তিকাফকারী যেহেতু অনেক নেক আমলে (যেমন জানাযায় শরীক হওয়া, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করা ইত্যাদিতে) কেবল এ জন্য লিপ্ত হতে পারে না যেহেতু সে, ই'তিকাফের মাঝে আছে। সুতরাং ই'তিকাফকারী কোনো বান্দাকে যাতে এই আক্ষেপ করতে না হয় যে, ই'তিকাফ করার কারণে অনেক নেক কাজ থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তাই আল্লাহ তা'আলা এ সকল ইবাদতে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও এর সাওয়াব তার জন্য লিখে দেন। ইহা কতই না সুবর্ণ সুযোগ! কারণ এমনও তো হতে পারত, যে ব্যক্তি ই'তিকাফে না বসলেও হয়ত এই ইবাদতগুলোতে

অংশগ্রহণ করতে পারত না। কিন্তু ই'তিকাফে বসার কারণে এসব ইবাদত না করা সত্ত্বেও এগুলোর সাওয়াব সে পেয়ে গেল।

اعْتِكَافُ عَشْرٍ فِى رَمْضَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ -

"রমাযানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফের সাওয়াব হল দু'টি হজ্ব ও দুটি উমরা করার সমতুল্য।" (বাইহাক্বী : ১/১২০, তরগীব : ২/১৪৯)

হাদীসের ব্যাখ্যা : চিন্তাশীলদের চিন্তা করা উচিত যে, পার্থিব লাভ বর্ণিত লাভের এক দশমাংশ পরিমাণ হলেও সেক্ষেত্রে আমরা কোমর বেঁধে সর্বশক্তি ব্যয় করে যে কোনো উপায়ে তা অর্জনের জন্য পেরেশান হয়ে যাই। কিন্তু দ্বীনী কাজের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোনো আগ্রহ নেই এবং নেই কোনো মূল্যায়ন। যার ফলে এত সব ফায়দার কথা শুনে ও আমাদের অন্তরে স্পৃহা জাগ্রত হয় না। একটি দীর্ঘ হাদীসের সারসংক্ষেপ হল, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জন্য এক দিন ই'তিকাফ করে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা আসমান এবং জমিনের তিন গুণ দূরত্বে জাহান্নামকে সরিয়ে দেন। অর্থাৎ জাহান্নামের সাথে তার যেন কোনো প্রকার দূর সম্পর্কও বাকি থাকে না।" কিন্তু আমাদের মাঝে এমন কয়জন আছে যাদের হৃদয়ে ই'তিকাফের এত সব ফায়দার কথা শুনে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে আগামী বৎসরে ই'তিকাফ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

ই'তিকাফের এ সাওয়াব অর্জন করার জন্য ন্যূনতম একটি সহজ পদ্ধতি হল পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যখন মসজিদে গমন করবে, তখন পাঁচবার ই'তিকাফের নিয়ত করে নিবে। তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে থাকবে, চুপচাপ বসে থাকলেও ই'তিকাফের সাওয়াব পেতে থাকবে আর যদি কোরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য তাসবীহ পাঠে মগ্ন হয়, তবে এর সাওয়াব পৃথকভাবে পাবে। (রামাযান কেয়া হায় ১৪৪, আইনী শরহে বুখারী : ৫/৩৭১, সুনানে ইবনে মাজাহ : ১২৮)

ই'তিকাফের আত্মা

✪ হাফেয ইবনে ক্বাইয়্যেম রহ. বলেন। ই'তিকাফের উদ্দেশ্য ও রূহ হচ্ছে হৃদয়কে আল্লাহ তা'আলার সাথে একীভূত করে নেওয়া অর্থাৎ সবধরনের ব্যস্ততা থেকে কেটে পড়ে এক আল্লাহ অভিমুখী হয়ে যাওয়া এবং সর্বপ্রকার ঝামেলা রেখে এক সত্ত্বায় মিটে যাওয়া এবং আল্লাহ

তা'আলা ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে এভাবে তার প্রতি মনোযোগি হওয়া যে, খেয়াল ও চিন্তাভাবনা সকল ক্ষেত্রে তাঁর পবিত্র আলোচনা এবং তাঁর ভালোবাসায় মজে যাবে। এমন কি মানুষের সাথে সম্পর্কচ্ছেদন করে আল্লাহ তা'আলার সাথে ভালোবাসার এমন সম্পর্ক গড়ে তুলবে যে সম্পর্ক কবরের কঠিন সময়ে কাজে আসবে। ঐ দিন আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না এবং কেনো হৃদয়কে আনন্দদানকারী থাকবে না। যদি হৃদয়ের সম্পর্ক তার সাথে গড়ে উঠে, তা হলে কতই না স্বাদ সে সময় অনুভূত হবে। (ফাযায়েলে রমাযান : ৫১)

ই'তিকাফের হিকমাত এবং ফায়দাসমূহ

মূলত শরী'অতের মৌলিক বিধান হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ই'তিকাফের যে পরিমাণ হেকমত ও ফায়দা রয়েছে তন্মধ্য থেকে এখানে সংক্ষেপে কিছু হেকমত ও ফায়দা উল্লেখ করা হল।

(১) ই'তিকাফ যদি এমন নিরব স্থানে বসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হত, যেখানে পাখির ডানার যাপটানীর আওয়াজও পৌছে না অর্থাৎ একেবারে নিরব গহী কোণে বসতে বলা হত, তা হলে একাগ্রতা বেশি পাওয়া যেতো; কিন্তু এমন একাগ্রতার দ্বারা কি লাভ, যে একাগ্রতার কারণে মানুষ মানুষের সীমা থেকে বের হয়ে বন জঙ্গলের প্রাণী কূলের মাঝে শামীল হয়ে যায় এবং মন্দ সংস্পর্শ থেকে বাঁচতে গিয়ে ভালো মানুষের সংস্পর্শ থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ই'তিকাফের জন্য মসজিদ নির্ধারণ করেছেন। কেননা অসৎ ও মন্দ স্বভাবের মানুষ যাদের সংস্পর্শ ক্ষতিকর হয়ে থাকে তারা মসজিদে আসবে না।

সর্বদা নামাযী, মুত্তাকী, পরহেজগার ও তাহাজ্জুদগোজার লোকদের সাথেই দেখা-সাক্ষাত ঘটবে, তাদের সাথে উঠাবসা ও সম্পর্ক হতে থাকবে। যাদের সংস্পর্শ সীমাহীন উপকারী এবং লাভজনক। সুতরাং এ কারণে ই'তিকাফ করার জন্য এমন মসজিদের হুকুম করা হয়েছে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় হয়। জনমানবহীন ও কোলাহল মুক্ত মরুভূমির মসজিদে ই'তিকাফ করলে, যেখানে

লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। না জামাতে নামায আদায় করতে পারবে, না কোনো নেক ও সৎ মানুষের সংসর্গ লাভ হবে।

(২) ই'তিকাফের মাঝে মানুষের একাগ্রতা অর্জিত হয়। হৃদয় দুনিয়াবী চিন্তামুক্ত থাকে। মানুষের মনোযোগকে আল্লাহ তা'আলা থেকে দূর করে দেয় এমন বিষয়াদী একাকিত্বে থাকলে ধীরে ধীরে সব দূর হয়ে যায় এবং হৃদয় পরিপূর্ণভাবে দুনিয়াবী কল্পনা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী হয়ে যায় এবং তার মাঝে ইবাদতের আলো ও বরকতসমূহ অর্জন করার যোগ্যতা অর্জিত হয়।

(৩) মানুষের সাথে উঠা-বসা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মাঝে লিপ্ততার কারণে সাধারণত ছোট খাট যে সব পাপ হয়ে থাকে ই'তিকাফ করার কারণে তা থেকেও বেঁচে থাকা যায়।

(৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দুই হাত নিকটবর্তী হই। আর যে আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে গিয়ে আপন করে নেই।" ই'তিকাফকারী বাড়ীঘর ছেড়ে কেবল নিকটবর্তী-ই হয় নি বরং আল্লাহ তা'আলার দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং এখন তুমি ভেবে দেখো! আল্লাহ তা'আলা তাকে কত আপন করে নিবেন এবং তার উপর কত অধিক পরিমাণ দয়া করবেন।

(৫) ভদ্রজন বাড়ীতে আগত মেহমানদের যথাসাধ্য সম্মান ও মেহমানদারী করে থাকেন। তা হলে যিনি সকল সম্মানদানকারীদের সম্মানদাতা, নিজ ঘরে আগত মেহমানদের কেমন ইজ্জত-সম্মান ও মেহমানদারি করবেন।

(৬) শয়তান মানব জাতীর চীর শত্রু; কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার ঘরে অবস্থান করে তখন সে যেন সে সুদৃঢ় দূর্গের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে শয়তান তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

(৭) ফেরেশতাগণ সবসময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও উপাসনায় মনোনিবেশ করে থাকেন। মুমিন বান্দাও ই'তিকাফে বসে সবসময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে থাকেন এবং ফেরেশতাদের সামঞ্জস্যতা অর্জন করেন। ফেরেশতা যেমন আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটের, এ বান্দাহও আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটে পৌঁছে যায়।

(৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে নামাযের সাওয়াব পেতে থাকে। ই'তিকাফে এই সাওয়াবও পাওয়া যায়।

(৯) যতক্ষণ মানুষ ই'তিকাফে অবস্থান করতে থাকে তার সাওয়াব মিলতে থাকে। চাই সে চুপচাপ বসে থাকুক কিংবা অন্য কোনো আমলে লিপ্ত থাকুক।

(১০) ই'তিকাফকারী প্রতি মিনিটেই ইবাদতকারী। শবে কদরের মর্যাদা ও সাওয়াব হাছিল করার এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর নেই।

কেননা যখনই শবে কদর হবে, ই'তিকাফকারী তখন ইবাদতের মাঝেই থাকবে। (রমাযান কেয়া হায় : ১৪৬, মেশকাত শরীফ : ১/৬৮)

ই'তিকাফের শর্তসমূহ

(১) যে মসজিদে ই'তিকাফ করবে সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে হওয়া।

(২) ই'তিকাফের নিয়তে অবস্থান করা। সুতরাং নিয়ত ব্যতীত ই'তিকাফ করার দ্বারা ই'তিকাফ হবে না। যেহেতু নিয়ত শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়তকারীর মুসলমান এবং আকেল হওয়া শর্ত সুতরাং বুঝা গেল ই'তিকাফকারী আকেল এবং মুসলমান হওয়াও জরুরি।

(৩) হায়েয নিফাছ এবং জানাবত থেকে পবিত্র হওয়া। বালেগ (তথা প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়া কিংবা পুরুষ হওয়া ই'তিকাফের জন্য শর্ত নয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক তবে বুদ্ধিমান এবং মহিলাদের ই'তিকাফ জায়েয আছে।

(ইলমে ফিকহ : ৩৪৭, বেহশেতী জেওর : ১১/১০৭, শরহে তানবীর : ১/১৫৫)

ই'তিকাফের প্রকার

ই'তিকাফ তিন প্রকার

(১) ওয়াজিব (২) সুন্নাতে মুআক্কাদা (৩) মুস্তাহাব।

ওয়াজিব ই'তিকাফ : মান্নতের ই'তিকাফ ওয়াজিব। কোনো শর্ত ছাড়া ই'তিকাফের মান্নত করুক, যে আমি আল্লাহর জন্য তিনদিন ই'তিকাফ করব। কিংবা শর্তের সাথে হোক. যেমন কেউ শর্ত করল যে,

যদি আমার অমুক কাজ হয়ে যায়, তা হলে আমি আল্লাহর জন্য দুই দিনের ই'তিকাফ করব। এমতাবস্থায় ই'তিকাফ করা ওয়াজিব এবং তার সাথে সাথে রোযা রাখাও ওয়াজিব। কেননা, ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত। যখনই ই'তিকাফ করবে, রোযাও রাখতে হবে; বরং যদি রোযা না রাখারও নিয়ত করে, তবুও রোযা রাখতে হবে। তাই যদি কেউ রাতের বেলায় ই'তিকাফের নিয়ত করে, তবে তা অনর্থক সাব্যস্ত হবে।

কেননা, রাতে রোযা হয় না। অবশ্য যদি রাত-দিন উভয়ের নিয়ত করে কিংবা কয়েক দিনের নিয়ত করে, তবে তৎসঙ্গে রাত শামিল হবে এবং রাত্রেও ই'তিকাফ করা জরুরি হবে। আর যদি শুধু এক দিনের ই'তিকাফের মান্নত করে, তবে তৎসঙ্গে রাত অন্তর্ভুক্ত হবে না। বিশেষ করে ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরি নয়। যে কোনো উদ্দেশ্যে রোযা রাখুক ই'তিকাফের জন্য যথেষ্ট। যেমন :

কোনো ব্যক্তি রমাযান শরীফের ই'তিকাফের মান্নত করল, এক্ষেত্রে রমাযানের রোযা ই'তিকাফের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য মান্নতের ই'তিকাফের জন্য ওয়াজিব রোযা হওয়া আবশ্যক। নফল রোযা রাখার পর ই'তিকাফের মান্নত করলে ছহীহ হবে না। যদি কেউ পুরা রমাযান মাসে ই'তিকাফের মান্নত করে, কিন্তু ঘটনাক্রমে রমাযানে ই'তিকাফ না করে তবে তার পরিবর্তে অন্য কোনো মাসে ই'তিকাফ করে নিলে মান্নত পুরা হবে। আর এক্ষেত্রে ধারাবাহিক রোযাসহ ই'তিকাফ করা জরুরি।

(বেহেশতী জেওর : ১১/১০৭, শামী : ২/১৭৭,
শরহে তানবির : ১/১৫৬)

সুন্নাত ই'তিকাফ : সুন্নাত ই'তিকাফে তো রোযা হয়েই থাকে। কাজেই এর জন্য রোযা শর্ত করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ রমাযান মাসের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ সুন্নতে মু'আক্কাদা। এটা ২০শে রমাযান সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্ব হতে আরম্ভ হয় আর ঈদের চাঁদ উঠলে শেষ হয়। ছহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই ই'তিকাফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় পাবন্দীর সাথে আদায় করতেন। এই ই'তিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদা আলাল কেফায়াহ অর্থাৎ মহল্লার বা গ্রামের যে কেউ আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকেই আদায় হয়ে যাবে। আর যদি

কেউই আদায় না করে, তা হলে সকলেই গুনাহগার হবে।

(বেহেশতী জেওর : ১১/১০৭, শামী : ২/১৭৮)

মুস্তাহাব ই'তিকাফ : মুস্তাহাব ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়। এর জন্য কোনো পরিমাণও নির্ধারিত নেই। এক মিনিট বা তারচেয়ে কম সময়ও হতে পারে। (বেহেশতী জেওর : ১১/১০৮, শামী : ২/১৭৭)

মুস্তাহাব ই'তিকাফের ব্যাপারে হযরত শাইখুল হাদীস রহ. লিখেছেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর নিকট সামান্য সময়ের জন্যও ই'তিকাফ জায়েয আছে। আর এর উপরই ফাতওয়া। এ জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত মসজিদে প্রবেশের সময় ই'তিকাফের নিয়ত করে নেওয়া, এতে যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে নামায, জিকির ও দু'আয় লিপ্ত থাকবে, ই'তিকাফের সওয়াব পেতে থাকবে। আমি আমার আব্বাকে (আল্লাহ তাঁর কবরকে আলোকিত করুন) এর পাবন্দি করতে দেখেছি। যখন মসজিদে যেতেন, তখন ডান পা প্রবেশ করতেন আর ই'তিকাফের নিয়ত করতেন এবং অধিকাংশ সময় খাদেমদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উঁচু আওয়াজে নিয়ত করতেন। (ফাযায়েলে রমাযান : ৫০)

ই'তিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান

ই'তিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হল (কাবা শরীফ) মসজিদে হারাম। তারপর মসজিদে নববী, তারপর মসজিদে বাইতুল মুকাদ্দাস, তারপর যে জামে মসজিদে জামা'আতের এন্তেজাম আছে। অন্যথায় মহল্লার মসজিদ। তারপর যে মসজিদে বড় জামায়াত হয়। মহিলাগণ ঘরের যেই স্থানে নামায আদায় করে উক্ত স্থানেই ই'তিকাফ করা উত্তম।

(ইলমুল ফিকহ : ৩/৪৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ই'তিকাফ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা রমাযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। যখনই রমাযান মাসের শেষ দশক আসত, তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য মসজিদে মুকাদ্দাসের মধ্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত, আর সে স্থানটি কোনো চাদর বা ছোট তাঁবু দ্বারা বেষ্টন করে দেওয়া হত। বিশ তারিখের ফজরের নামায পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথায় চলে

যেতেন এবং ঈদের চাঁদ দেখার পর সেখান থেকে বের হতেন। এর মধ্যবর্তি সময়ের মাঝে তিনি সেখানে খানা-পিনা করতেন এবং সেখানেই ঘুমাতেন।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত বিবিগণের মধ্যে যাঁরা সাক্ষাত করার ইচ্ছা করতেন, তথায় চলে যেতেন এবং অল্প সময় বসে চলে আসতেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে বের হতেন না। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা পরিস্কার করার ইচ্ছা করলেন, তখন উম্মুল মুমিনীনহযরত আয়েশা রাযি. হায়েয অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের জানালার বাইরে মাথা মোবারক বের করে দিলেন। তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. মাথা ঘষে পরিষ্কার করে দিলেন। (বুখারী, ইলমুল ফিকহ : ৩/৪৫)

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ই'তিকাফ করানো

প্রশ্ন : পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ই'তিকাফ করানো কেমন?

উত্তর : পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ই'তিকাফ করা ও করানো উভয়টাই নাজায়েয। এভাবে ই'তিকাফ করালে মহল্লাবাসী দায়মুক্ত হবে না। হ্যাঁ, বিনিময় নির্ধারণ ছাড়াই যদি কাউকে দিয়ে ই'তিকাফ করানো হয়, আর ঐ সমাজে ই'তিকাফ করানোর বিনিময়ে কিছু দেওয়া-নেওয়ার প্রচলনও না থাকে, সেক্ষেত্রে হাদিয়াস্বরূপ কিছু দেওয়া বৈধ। এটা সৎকাজের মধ্যে শামিল হবে। মাসআলাটি ফাতাওয়া শামীর জানাযা ও ইজারা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫১২, দুররে মুখতার : ১/৮০৪)

এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামে গিয়ে ই'তিকাফ করলে

প্রশ্ন যদি এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামে গিয়ে ই'তিকাফ করে তা হলে কোন এলাকার লোকজন সুন্নাতে কেফায়ার দায়িত্ব মুক্ত হবে?

উত্তর : ফকিহগণের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়, যে গ্রামে ই'তিকাফকারী ই'তিকাফ করেছে ঐ গ্রামবাসী বা শহরবাসীর পক্ষ থেকে ই'তিকাফ আদায় হয়ে যাবে। কেননা প্রসিদ্ধতম মত অনুযায়ী ই'তিকাফ করা সুন্নাতে

মুআক্কাদা আলাল কেফায়াহ, যার সম্পর্ক প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীদের সাথে। সুতরাং যেভাবে ই'তিকাফ বর্জন করার দ্বারা ঐ সমস্ত লোক গুনাহগার হবে, তেমনিভাবে আদায় করার দ্বারা ও তারাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

জামিউর রুমুজ নামক কিতাবে আছে, "বলা হয় যে ই'তিকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদা আলাল কেফায়াহ। এমনকি যদি কোনো শহরের সবাই তা বর্জন করে তবে সকলেই গুনাহগার হবে"।

এ কথা স্পষ্ট যে, উক্ত ভাষ্যের মধ্যে গোনাহের সম্পর্ক শহরবাসীদের ই'তিকাফ করার সাথে সাব্যস্ত করা হয় নি বরং পুরা শহরের মধ্যে কোথাও ই'তিকাফ না হওয়ার উপর শহরবাসীদের গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যদি কোনো অপরিচিত লোকও ই'তিকাফ করে, তা হলে এ অবস্থায় পুরা শহরের মধ্যে কোথাও ই'তিকাফ করা হয় নি এ কথা বলা যাবে না। যার দ্বারা এটা অপরিহার্য হয়ে যায় যে শহরবাসীদের পক্ষ থেকে এ সুন্নাত আদায় হয়ে গেছে। (ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫১২)

বড় গ্রামের মসজিদে ই'তিকাফ করলে

প্রশ্ন: বড় গ্রামের মসজিদে ই'তিকাফ করার দ্বারা ছোট গ্রাম যা বড় গ্রামের সাথে মিলিত ছোট গ্রামের মানুষদের থেকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আলাল কেফায়ার দায়িত্ব আদায় হবে কি না?

উত্তর : বড় গ্রামের মসজিদে ই'তিকাফ করার দ্বারা ছোট গ্রামের মানুষের সুন্নাতে কেফায়ার দায়িত্ব আদায় হবে না।

(ফাতাওয়া দারুল উলুম : ৬/৫০১,
দুররুল মুখতার : ১/১৭৭

ই'তিকাফ কি প্রত্যেক পাড়ায় সুন্নাতে কেফায়া

প্রশ্ন : রমাযানুল মুবারকের শেষ দশকের মধ্যে ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আলাল কেফায়াহ আর সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আলাল কেফায়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কি শুধু এক মসজিদে ই'তিকাফ করার দ্বারা পুরা এলাকার লোকদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে? না কি নির্দিষ্ট মহল্লার পক্ষ থেকে আদায় হবে? না প্রত্যেক মসজিদে ই'তিকাফ করা আবশ্যক?

উত্তর : এতদসংশ্লিষ্ট সুস্পষ্ট আনুষঙ্গিক মাসআলা পাওয়া যায় নি। তবে ফাতাওয়ায়ে শামীর মধ্যে ই'তিকাফের সুন্নাতকে তারাবীহ নামাযের সাদৃশ্য বলা হয়েছে এবং আল্লামা শামী তারাবীর অধ্যায়ে তিনটি মত উল্লেখ করে একে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মহল্লার মসজিদে তারাবীহ নামাযের দ্বারা সুন্নাতে কেফায়াহ আদায় হয়ে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ই'তিকাফের ও একই বিধান। (আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৪৯৯, আদ্দুররুল মুখতার : ১/৬৬০)

রমাযান মাসের শেষ দশকের ই'তিকাফের বিধান

রমাযানুল মুবারকের শেষ দশকের ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আলাল কেফায়াহ। আর এটা প্রায়ই ওয়াজিব পর্যায়ে। তবে নফল ই'তিকাফ থেকে পৃথক। (ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫০৭, আদ্দুররুল মুখতার : ২/১৭৭)

সুন্নাত ই'তিকাফ কখন থেকে কখন পর্যন্ত?

রমাযানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্ব থেকে সুন্নাত ই'তিকাফ আরম্ভ হয়। আর ২৯/৩০ তারিখ অর্থাৎ যে দিন ঈদের চাঁদ দেখা যাবে সে তারিখে শেষ হয়। যদি সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে চাঁদ দেখা যায়, তা হলে সূর্যাস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ই'তিকাফ অবস্থায় থাকা আবশ্যক।

(বেহেশতী জেওর : ৩/২২, শামী : ২/১৭৯)

দশদিন থেকে কম ই'তিকাফ করার বিধান

প্রশ্ন : যদি দুর্বলতার কারণে কেনো ব্যক্তি রমাযান মাসের শেষ দশ দিনে পুরা ই'তিকাফ করতে না পারে অর্থাৎ ২১/৩০ দিনের মধ্যবর্তি সময়ের ৩/৫ দিন ই'তিকাফ করে, তা হলে সুন্নাতে মুআক্কাদা আলাল কেফায়ার সাওয়াব পাবে? না রমাযান বিহীন শুধু নফল ই'তিকাফের সাওয়াব পাবে?

উত্তর : সুন্নাত ই'তিকাফ রমাযান মাসের শেষ দশকের মধ্যে করার শর্তের সাথেই সুন্নাত আর শেষ দশকের শর্ত পাওয়া না গেলে সুন্নাতও হবে না সুন্নাতের অংশও হবে না। শুধু নফল ই'তিকাফ হবে।

(ইমদাদুল ফাতাওয়া, জাদীদ তারতীব : ২/১৫৪)

একুশ তারিখের রাত্রে ই'তিকাফে বসলে

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি ২১ তারিখের রাতে সাহরী খেয়ে সুবহে ছাদেকের কিছুক্ষণ পূর্বে ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করে তার ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : সুন্নাত হল রমাযানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করা। তবে যদি তার পরেও কেউ নিয়ত করে মসজিদে প্রবেশ করে, তবুও শুদ্ধ হবে। অবশ্য পূর্ণ দশ দিন ই'তিকাফ করার ফযিলত পাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ দশ দিনের ই'তিকাফ করেছেন। যা বিশ তারিখের সন্ধ্যা থেকেই পূর্ণ হয়ে থাকে। (ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫০৮, রদ্দুল মুহতার : ২/১৭৭)

বিশ তারিখের রাত্রের পর ই'তিকাফে বসলে

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী বিশ তারিখ রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর প্রবেশ করলে, রমাযানের শেষ দশকের সুন্নাত আদায় হবে কি না?

উত্তর: এমতাবস্থায় রমাযানের শেষ দশকের পূর্ণ ই'তিকাফ এবং পরিপূর্ণ সুন্নাত আদায় হবে না। (ফাতাওয়া দারুল উলুম : ২/৫০৬, রদ্দুল মুহতার : ২/১৭৭)

উযরের কারণে ই'তিকাফ না করা

প্রশ্ন : এক মুসাফির মৌলভী সাহেব দুই বৎসর যাবত এই জায়গায় থাকেন ই'তিকাফের অনেক ফযিলতের কথা বলেন, কিন্তু নিজে ই'তিকাফে বসেন না, বরং এই উযরের কথা বলেন যে, আমার ঘরে থাকার মতো কেউ নেই এবং আমার নিকটাত্মীয় স্বজনও নেই আর আমার ঘরের পার্শ্বে খালি ময়দান রয়েছে এবং বাচ্চারা অনেক ভয় পায় আর কখনো কখনো ঘরের মধ্যে পাথর এসে পড়ে মৌলভী সাহেবের এই উযর গ্রহণযোগ্য কি না?

উত্তর : উল্লেখিত উযরের কারণে ই'তিকাফ ছেড়ে দিলে গোনাহ হবে না এবং তিরস্কারের পাত্রও হবে না। কেননা রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নাতে কেফায়াহ। (ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫০৭, রদ্দুল মুহতার : ২/১৭৭)

রোযা রাখার ক্ষমতা না থাকলেও কি ই'তিকাফ সুন্নাত?

প্রশ্ন : রমাযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু রোযা রাখার সামর্থ্য নেই এমতাবস্থায় রোযা রাখা ছাড়া ই'তিকাফ করা ঠিক হবে কি না?

উত্তর : সুন্নাত ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত। এ কারণে রোযা ব্যতীত ই'তিকাফ নফল হবে, সুন্নত হবে না। (ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৩/১১০)

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের ই'তিকাফ করা

প্রশ্ন : অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতে পারবে কি না? এখানে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে ই'তিকাফ করে। যদি নাজায়েয হয়, তা হলে তাকে উঠিয়ে দেব কী?

উত্তর : অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা যদি বুঝমান হয়, নামায বুঝে এবং সঠিক পদ্ধতিতে নামায পড়তে পারে, তা হলে তার ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে। তবে ই'তিকাফ নফল হবে, সুন্নাত হবে না। আর বাচ্চা অবুঝমান হলে ই'তিকাফে বসবে না। কেননা এক্ষেত্রে মসজিদের মধ্যে বেয়াদবী হওয়ার আশংকা আছে। (ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২০৬)

শরীরে দুর্গন্ধযুক্ত ব্যক্তির ই'তিকাফ

প্রশ্ন : (১) জনৈক ব্যক্তি জন্মগতভাবেই নাকের রোগী হওয়ার কারণে নাক থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে। চিকিৎসা করেও কোনো ফল পাওয়া যায় না। উক্ত ব্যক্তি ই'তিকাফে বসতে পারবে কি না?

(২) এমনিভাবে উক্ত ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যাবে কি না? অন্য মুসল্লিরা তার শরীরের দুর্গন্ধ সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এবং তার অনুপস্থিতিতে তারা (মুসল্লিরা) হতাশ হলে উক্ত ব্যক্তির জন্য মসজিদে যাওয়া কেমন?

উত্তর : হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি দুর্গন্ধযুক্ত খাবার (পেয়াজ) খায় সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে।" কেননা যার শরীরের কোনো অংশ দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে অন্য মানুষদের অসহনীয় কষ্ট হয়, তার উচিত মসজিদে না আসা এবং ই'তিকাফেও না

বসা। 'উসীলায়ে আহমাদিয়া শরহে তরীকাতে মুহাম্মদীয়া'য় উল্লেখ আছে যে, 'যার শরীরে অসহনীয় দুর্গন্ধের কারণে মানুষের কষ্ট হয়, তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া উচিত।

উল্লেখ্য যে, এ বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন দুর্গন্ধ অসহনীয় কষ্টের কারণ হয়। পক্ষান্তরে উক্ত ব্যক্তির সাথী-সঙ্গীরা দুর্গন্ধ সইতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে মসজিদ থেকে বের করা যাবে না। তথাপি তার জন্য মসজিদে না যাওয়াই উত্তম। কেননা ফেরেশতাগণ মসজিদে উপস্থিত হয়ে থাকেন এবং অন্যান্য মুসল্লিদেরও তার কারণে কষ্ট হয়।

অবশ্য দুর্গন্ধ যদি অসহনীয় এবং কষ্টদায়ক পর্যায়ের না হয়, তবে আতর, সেন্ট, বডিস্প্রে ইত্যাদি ব্যবহার করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে আসতে পারবে। (ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২১২)

মহিলা কি ই'তিকাফ করতে পারে?

মহিলা ঘরের যে স্থানে নামায পড়ে, সে স্থানেই ই'তিকাফ করবে। এবং ঐ স্থানে তার ই'তিকাফ করা মসজিদে পুরুষের ই'তিকাফ করার মতো। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সেখান থেকে বের হবে না। মহিলা নিজ ঘরের নামাযের স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানেও ই'তিকাফ করতে পারবে। ঘরের মধ্যে নামাযের জন্য কোনো একটা স্থান নির্দিষ্ট করে তথায় ই'তিকাফ করবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী : ২/৩০)

ফাযায়েলে রমাযানের মধ্যে আছে, মহিলাদের জন্য নিজ ঘরের নামাযের স্থানে ই'তিকাফ করা উচিত। আর যদি ঘরের মধ্যে কোনো জায়গা নামাযের জন্য নির্দিষ্ট না থাকে, তা হলে ঘরের যে কোনো এক কোণকে নির্দিষ্ট করে নিবে। আর পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ই'তিকাফ করা অনেক সহজ। কেননা ঘরের মধ্যে বসে বসে মেয়েদের থেকে কাজকর্মও নিতে পারে, আর ফ্রি সাওয়াবও অর্জন করতে পারে। এতদসত্ত্বেও মহিলাগণ এই সুন্নাত থেকে একেবারেই উদাসীন।

(ফাযায়েলে রমাযান : ৫১)

মহিলার জন্য স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন

মহিলার যদি স্বামী থাকে তা হলে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ই'তিকাফ করবে না। আর এ বিধান গোলাম ও বান্দীর ব্যাপারেও প্রযোজ্য মালিকের

অনুমতি ব্যতীত তারা ই'তিকাফ করবে না। আর যদি স্বামী মহিলাকে অনুমতি দিয়ে থাকে; এরপর তাকে ই'তিকাফ থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার থাকবে না। আর মহিলা ই'তিকাফের মান্নত করলে স্বামী তাকে বাধা দিতে পারে। গোলাম ও বান্দীর ব্যাপারে একই বিধান প্রযোজ্য। মহিলা যখন স্বামীর বিয়ে থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যায় আর গোলাম আজাদ হয়ে যায় তখন ঐ মান্নত ই'তিকাফের কাযা আদায় করবে।

(ফাতাওয়া আলমগীরী উর্দ্দু পাকিস্তানী : ২/৩১)

ই'তিকাফ অবস্থায় তালাক হয়ে গেলে

মাসআলা : মহিলা (স্বামীর) ঘরের মসজিদে ই'তিকাফ করা অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা হলে, তার পিতৃলয়ে চলে যাবে। আর ঐ ই'তিকাফের উপর ভিত্তি করে তথায় ই'তিকাফ করবে। (হিদায়াহ : ২/৩২)

ই'তিকাফ অবস্থায় মহিলার হায়েয আসলে

প্রশ্ন : ই'তিকাফ অবস্থায় মহিলার হায়েয আরম্ভ হলে ঐ দিনগুলোর ই'তিকাফ কাযা করবে কি না?

উত্তর : যেদিন হায়েয আরম্ভ হয়েছে, শুধু ঐ একদিনের ই'তিকাফ কাযা করা ওয়াজিব। (আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৫০২)

এই মাসয়ালার ব্যাখ্যা বেহেশতী জেওরের মতন এবং হাশিয়ার মধ্যে এভাবে বর্ণিত আছে যে, হায়েয অথবা নেফাছ এসে পড়লে ই'তিকাফ ছেড়ে দিবে এ অবস্থায় ই'তিকাফ জায়েয নেই। কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর বিশেষ করে ঐ দিনের ই'তিকাফের কাযা আদায় করা আবশ্যক। এরপর যদি এই কাযা রমাযানের মধ্যেই হয়, তা হলে রমাযানের রোযাই যথেষ্ট হবে। আর যদি রমাযান মাসের পরে কাযা আদায় করে, তা হলে ঐ দিন রোযা রাখা আবশ্যক হবে। (বেহেশতী জেওর : ৩/২২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণের ই'তিকাফ

✪ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। মৃত্যু অবধি তাঁর এ আমল জারি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর তাঁর পবিত্র পূণ্যবতী স্ত্রীগণ ও গুরুত্বের সাথে ই'তিকাফ করতে থাকেন।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বিবিগণ নিজ নিজ কামরাতেই ই'তিকাফ করতেন। নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থানেই মহিলারা ই'তিকাফ করবে। ঘরের মধ্যে যদি এরূপ স্থান না থাকে, তবে ই'তিকাফকারীণী মহিলাদের জন্য এরূপ স্থান নির্ধারণ করে নেওয়া চাই।

(মা'আরিফুল হাদীস : ৪/১১৯)

ই'তিকাফের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন : ই'তিকাফের জন্য মসজিদের এক কোণে পর্দার ব্যবস্থা করা কেমন? অর্থাৎ পর্দা টানানো সুন্নাত না বিদআত?

উত্তর : ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদের কোনো এক কোণে চাদর ইত্যাদি দিয়ে কামরা বানিয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। এর মাধ্যমে সতর ইত্যাদি সংরক্ষিত হয়। এ ছাড়াও এর অন্যান্য উপকারিতাও রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য চাটাইয়ের কামরা বানানো প্রমাণিত আছে। সুতরাং এটা বিদ'আত নয়। অবশ্য ই'তিকাফকারী এ বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে সচেতন থাকবে যেন পর্দা টানিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত জায়গা আটকে না রাখে, নামাযীদের কষ্টের কারণ না হয় এবং নামাযের কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদুর এবং তুরস্কের তৈরি তাঁবুতে ই'তিকাফ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, চাদর ইত্যাদি দ্বারা কামরা বানিয়ে নেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। সুতরাং একে বিদ'আত বলা যাবে না।

(ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২০৫,
মিরকাত শরহে মিশকাত : ৪/৩২৯)

ই'তিকাফের জন্য মসজিদের চাদর ও বিদ্যুৎ ব্যবহার করা

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী ই'তিকাফের জন্য মসজিদের চাদর/ পর্দা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে কি না? এবং প্রতি তাঁবুতে একটি করে বাতি থাকে এ জাতীয় তাঁবু বানানো এবং তাতে মসজিদের পর্দা ব্যবহারের শরয়ী বিধান কি? কোনো কোনো ই'তিকাফকারী দিনের বেলায় মসজিদে ঘুমিয়ে

থাকে আর রাতে অন্য মুসল্লিদের সাথে একত্রিত হয়ে কথাবার্তায় লিপ্ত হয়, দয়া করে এ বিষয়ে কিছু লিখবেন।

উত্তর :

(১) ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে তাঁবু বানানো মুস্তাহাব। কেউ যদি মসজিদে পর্দা ইত্যাদি দিয়ে তাঁবু বানায় তাতে অসুবিধা নেই। তবে তাঁবু বানানের জন্য মসজিদের টাকায় ক্রয়কৃত চাদর ব্যবহার করা বৈধ নয়। নিজের ব্যক্তিগত চাদর/ পর্দা ব্যবহার করা উচিত।

(২) মসজিদের নিয়ম অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ জ্বলে থাকে, ঠিক ততক্ষণ ব্যবহার করা বৈধ। নির্ধারিত সময়ের পর বিদ্যুৎ ব্যবহার বৈধ নয়। এ জন্য যে পরিমাণ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে, ই'তিকাফকারীগণ তা সম্মিলিতভাবে পরিশোধ করে দিবে। মসজিদের কেনো হক নিজের দায়িত্বে রাখবে না।

(৩) ই'তিকাফকারী প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে পারবে। অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবী কথাবার্তা যদিও গুনাহের না হয় তথাপিও মসজিদে এ জাতীয় কথা বলা বৈধ নয়।

✪ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "যখন কোনো ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলতে থাকে, ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে বলেন,

اُسْكُتْ يَا وَلِىَّ اللّٰه

অর্থাৎ হে-আল্লাহ ওয়ালা তুমি চুপ কর।

এতে যদি চুপ না করে বরং কথা চালিয়ে যেতে থাকে তখন ফেরেশত বলেন –

اُسْكُتْ يَا بَغِيْضَ اللّٰه

অর্থাৎ হে আল্লাহর শত্রু চুপ কর।

এর পরেও চুপ না করে দুনিয়াবী কথা বলতে থাকলে, ফেরেশতা বলে উঠেন–

اُسْكُتْ لَعْنَةُ اللّٰه عَلَيْكَ

অর্থাৎ তোর উপর আল্লাহর গযব পড়ুক চুপ থাক।

(কিতাবুল মাদখাল : ৩/৫৫

ই'তিকাফ অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে একস্থানে একত্রিত হবে না। কেননা ই'তিকাফকারী ইবাদতের উদ্দেশ্যে আপন প্রভুকে সন্তুষ্ট করে পূণ্য লাভের আশায় ই'তিকাফে বসে থাকে। যদি দুনিয়াবী কথাবার্তায় লিপ্ত থাকে, তবে পূণ্যের পরিবর্তে ফেরেশতাদের গজব ও বদদু'আ নিয়ে ফিরে যেতে হবে। এজন্য ই'তিকাফকারীগণ এক স্থানে একত্রিত না হয়ে তাঁবুতে অবস্থান করে তিলাওয়াত, দু'আ, নফল নামায, যিকির ও দরূদ শরীফ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকবে। যে সব দুনিয়াবী কাজ মসজিদের বাইরে অন্যদের জন্যও বৈধ নয়, সেসব কাজ মসজিদের মধ্যে ই'তিকাফকারীর জন্য কীভাবে বৈধ হবে? (ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২০৪)

ই'তিকাফকারী মসজিদের খাটে ঘুমানো

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী ই'তিকাফ স্থলে খাটে ঘুমাতে পারবে কি না?

উত্তর : ই'তিকাফকারী মসজিদে খাটে ঘুমাতে পারবে।

(ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২০৭, মজমু'আয়ে ফাতাওয়া : ২/১৮)

ই'তিকাফকারী মসজিদে পায়চারি করতে পারবে কি?

প্রশ্ন : মসজিদের অভ্যন্তরে প্রয়োজনে পায়চারি করা বৈধ কি না?

উত্তর : মসজিদের মধ্যে স্বভাব বিরোধী অসৌজন্যমূলক কাজ করা বৈধ নয়। পায়চারিও অনুরূপ কাজ। এজন্য তা নিষিদ্ধ হবে। অবশ্য ই'তিকাফকারীর জন্য প্রয়োজনবোধে মসজিদের সম্মান মর্যাদা রক্ষা করে পায়চারির অনুমতি রয়েছে।

বায়ু ত্যাগের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী বায়ু ত্যাগের জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে? না কি মসজিদেই বায়ু ত্যাগ করবে।

উত্তর : এটাই বিশুদ্ধ মত যে, বায়ু ত্যাগের জন্য সে বাইরে চলে যাবে।

(ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২১২)

'ইমদাদুল ফাতাওয়ায়' এ মাসআলা এরূপ বর্ণিত আছে, "সর্বাধিক সঠিক মত হল, উক্ত উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে চলে যাবে। অবশ্য

ফিকহের কিতাবাদির বর্ণনা ব্যাপক হওয়ার কারণে ই'তিকাফকারী ও ই'তিকাফকারী নয়, সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে অর্থাৎ ই'তিকাফকারী কিংবা ই'তিকাফকারী নয় সকলের জন্যই উচিত হল, মসজিদে বায়ু ত্যাগ না করা। (ইমদাদুল ফাতাওয়া : ২/১৫৩)

মান্নতকৃত ই'তিকাফ কাযা রোযার সাথে শুদ্ধ হয় কি?

প্রশ্ন : মান্নতকৃত ই'তিকাফ রমাযানের কাযা রোযার সাথে আদায় হয়ে যায় কি না?

উত্তর : কেউ নির্দিষ্ট রমাযানের ই'তিকাফের মান্নত করলে তা রমাযানের রোযার সাথে আদায় করতে পারবে। যদি রমাযানে ই'তিকাফ না করে তবে উক্ত রমাযানের কাযা রোযার সাথেও তা আদায় করা যাবে। অন্যথায় ভিন্নভাবে রোযা রেখে তার সাথে ই'তিকাফ করতে হবে। তবে অন্য কোনো রমাযানে কিংবা অন্য কোনো ওয়াজিব রোযার সাথে এ ই'তিকাফ আদায় হবে না। আর অনির্দিষ্ট ই'তিকাফের মান্নত করলে এর জন্য পৃথকভাবে রোযা রাখতে হবে। রমাযানের কাযা রোযা যথেষ্ট হবে না।

(আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৫০৭, রদ্দুল মুহতার : ২/১৪২)

ই'তিকাফ মান্নতের পদ্ধতি

মাসআলা : কেউ যদি এক রাতের ই'তিকাফের মান্নত করে অথবা এমন দিনের ই'তিকাফের মান্নত করে, যেদিন কিছু খেয়ে ফেলেছে উক্ত মান্নত সঠিক হবে না।

যদি এরূপ বলে যে, "আমি আল্লাহ তা'আলার জন্য এক মাস রোযা ছাড়া ই'তিকাফ করব", তবে উক্ত ব্যক্তির উপর ই'তিকাফ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। মান্নতের ই'তিকাফের জন্য যদিও রোযা শর্ত; কিন্তু রোযা এ জন্যই রাখতে হবে অন্য কোনো রোযা হতে পারবে না, এমনটি শর্ত নয়। এমনকি যদি কেউ রমাযানে ই'তিকাফের মান্নত করে, তবে এ মান্নত শুদ্ধ হবে। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি যদি রমাযানের রোযা পালন করে অথচ ই'তিকাফ না করে, তা হলে এর কাযা স্বরূপ এক মাস ধারাবাহিক রোযাসহ ই'তিকাফ করা তার উপর আবশ্যক হয়ে পড়বে। অন্য কোনো রমাযান মাসে ই'তিকাফের কাযা করার দ্বারা মান্নত আদায় হবে না।

কেননা মান্নতকৃত ই'তিকাফের রোযা আপন সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তার দায়িত্বে স্বতন্ত্রভাবে আবশ্যক হয়ে আছে এবং তার ঘাড়ে তা ঋণ হিসেবে ঝুলন্ত আছে।

আর মূখ্য উদ্দিষ্ট বিষয় অর্থাৎ স্বয়ং যে জিনিস পালনীয় সেটা অন্যের মাধ্যমে আদায় হয় না।

এমনকি কেউ যদি অন্য কোনো মাসের ই'তিকাফের মান্নত করে তা রমাযান মাসে আদায় করে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। ই'তিকাফে রোযা ভেঙ্গে ফেলার পর এক মাস রোযাসহ ই'তিকাফের কাযা করে নেওয়াই যথেষ্ট। যেহেতু কাযা 'আদায়ের' মতো (প্রতিক্রিয়াশীল)।

অবশ্য যদি সকাল বেলায় কেউ নফল রোযা অবস্থায় কিছু সময় অতিবাহিত করার পর মান্নত করে যে, 'আল্লাহ তা'আলার জন্য আমি আজকের রোযার ই'তিকাফ করব। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। যেহেতু ওয়াজিব ই'তিকাফ ওয়াজিব রোযা ছাড়া শুদ্ধ হয় না আর সকাল বেলায় য রোযা নফল ছিল, এখন তা ওয়াজিব হবে না।

(আলমগীরী, পাকিস্তানী উর্দু : ২/৩০, যাকারিয়া : ১/২১১)

ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেলে কাযা করার বিধান

প্রশ্ন : কোনো কারণে ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেলে তা কাযা করা ওয়াজিব কি না?

উত্তর : নফল ই'তিকাফের কাযা ওয়াজিব নয়। যেহেতু মসজিদ থেকে বের হওয়ার দ্বারা এটা ভাঙ্গে না, বরং শেষ হয়ে যায়।

নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট মান্নতি ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেলে উভয়টার কাযা করা আবশ্যক। নতুনভাবে ঐ দিনগুলোর ই'তিকাফ পূর্ণ করতে হবে। কেননা এ জাতীয় ই'তিকাফের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা আবশ্যক।

আর রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেলে যে দিনের ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেছে, শুধু মাত্র সে দিনের ই'তিকাফ কাযা করা আবশ্যক। কারণ ভেঙ্গে যাওয়ার পর উক্ত ই'তিকাফ নফলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই একদিনের ই'তিকাফ কাযা করতে হবে চাই রমাযানে-ই করুক কিংবা রমাযানের পরে নফল রোযার সাথে করুক।

এক দিনের কাযা দ্বারা রাত-দিন উভয়টার কাযা উদ্দেশ্য? না কি শুধু দিনের কাযা উদ্দেশ্য এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হয় নি। তবে মূলনীতির আলোকে এতটুকু বোঝা যায় যে, দিনের বেলায় ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেলে শুধু দিনের (তথা সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত) ই'তিকাফ কাযা করা ওয়াজিব হবে। আর রাতের বেলায় ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেলে দিন-রাত উভয়টার কাযা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত থেকে শুরু করে পরের দিন সূর্যাস্তের পর শেষ করবে।

যদি শুধু দিনের ই'তিকাফের মান্নত করে, তবে দিনের ই'তিকাফই ওয়াজিব হবে। আর রাত-দিন উভয়টার মান্নত করলে ২৪ ঘণ্টার ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে। কাযা ই'তিকাফ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মান্নতের মতো। এর যাবতীয় বিধান মান্নতের অনুরূপ।

(আহসানুল ফাতাওয়া পাকিস্তানী : ৪/৫০১)

সুন্নাত ই'তিকাফ কাযা করার বিধান

প্রশ্ন : রমাযানুল মুবারকের শেষ দশকের ই'তিকাফ সুন্নাতে মু'আক্কাদায়ে কেফায়া। ওযরের কারণে ভেঙ্গে দিলে কিংবা ভুলে ভেঙ্গে গেলে এর কাযা করতে হয় কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত অবস্থায় যে দিনের ই'তিকাফ ভেঙ্গে দিয়েছে ঐ দিনের ই'তিকাফ রোযাসহ কাযা করা আবশ্যক। অবশ্য বিরোধ থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতামূলক রমাযানের পর দশ দিন রোযাসহ কাযা করে নেওয়া উত্তম।

(ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৩/১১০, রদ্দুল মুহতার : ২/১৮০)

নফল ই'তিকাফ ভেঙ্গে দিলে

প্রশ্ন : নফল ই'তিকাফে একদিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে তার কাযা আবশ্যক হবে কি না? এক দিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পর রামাযান মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি বেরিয়ে আসে তবে তার শরঈ বিধান কি?

উত্তর : নফল ই'তিকাফ শেষ করে দেওয়ার দ্বারা কাযা আবশ্যক হয় না। চাই একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই শেষ করা হোক কিংবা এক দিন এক রাতের পরে হোক। যতটুকু আদায় করেছে, তা আদায় হয়ে গেছে। কেননা বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, নফল ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময়

হল এক মুহূর্ত। আর এর জন্য রোযা ও শর্ত নয়। ওয়াজিব ই'তিকাফ এর বিপরীত, কেননা তা ভেঙ্গে দিলে কাযা আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং এর জন্য রোযাও শর্ত। (ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫০৪, রদ্দুল মুহতার : ২/১৭৯)

নীচে দোকান বিশিষ্ট মসজিদে ই'তিকাফের বিধান

প্রশ্ন : মসজিদের ভেতরের অংশ ভরাট ভূমিতে আর বারান্দা ইত্যাদি দোকানের উপর করা হয়ে থাকে। (আবার এ কথাও জ্ঞাতব্য যে, বারান্দায় নামায পড়লে মসজিদের সাওয়াব পাওয়া যায় না।) জানার বিষয় হলো, যে ব্যক্তি মসজিদের ভেতরের অংশে ই'তিকাফ করে জামা'আতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বারান্দায় আসলে তার ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে কি না?

উত্তর : প্রথমত : দোকানগুলো যদি মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত হয়, তবে এই ছাদকে কিছু কিছু ফিক্হী বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদ বলার সুযোগ রয়েছে। জামা'আতের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আমল করা বৈধ।

দ্বিতীয়ত : প্রাধান্য প্রাপ্ত মত গ্রহণ করলে যদিও এটা (অর্থাৎ বারান্দা) মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয় না, তথাপিও ই'তিকাফকারীর জন্য প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ আছে। চাই প্রয়োজন প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত হোক কিংবা দ্বীনী হোক। জাম'আত পাওয়াটাও অপরাপর দ্বীনী প্রয়োজনের মতো একটি। তাই এ উদ্দেশ্যে বের হওয়া বৈধ।

তৃতীয়ত : প্রথম থেকে যদি এ ব্যাপারে জানা থাকে যে, উক্ত স্থানে আসতে হবে, তবে এ স্থানে আসার জন্য শুরুতেই পৃথক নিয়ত করে নিবে। এভাবে ভিন্ন ভাবে নিয়ত থাকলে উক্ত স্থানে আসার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ। (ইমদাদুল ফাতাওয়া : ২/১৫২)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতে হয় না এমন মসজিদে ই'তিকাফ করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতে হয় না। উক্ত মসজিদে ই'তিকাফ করতে পারব কি না?

উত্তর : অন্যান্য সময় জামা'আত না হলেও শুধু ই'তিকাফ চলাকালীন সময়ে জামাআ'ত হলেই যথেষ্ট। এতে ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে। তাই আপনি সানন্দে ই'তিকাফ করতে পারেন। (ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া : ২/৩৯)

'আহসানুল ফাতাওয়ায়' এ মাসআলাটি এভাবে বর্ণিত আছে, "ই'তিকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য মসজিদে জামা'আত হওয়া শর্ত নয়, প্রাধান্য প্রাপ্ত মত এটাই" তাই এ মসজিদেই ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে।

(আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৫০৭)

মসজিদ না থাকাবস্থায় ই'তিকাফ

প্রশ্ন : এক মহল্লায় মসজিদ নেই। তবে এখানে এমন একটা স্থান আছে যেথায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতে আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে। এ জাতীয় স্থানে ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে কি না?

আর ই'তিকাফ না করার ক্ষেত্রে গোটা মহল্লাবাসীর উপর সুন্নাতে মুআক্কাদা বর্জনের গুনাহ আসবে কি না?

উত্তর : মহল্লায় যেহেতু মসজিদ নেই। তাই যে স্থানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায়ের ব্যবস্থা আছে তথায় ই'তিকাফ করা যাবে। আশা করা যায় এতে সুন্নাতে মু'আক্কাদার সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে কেউ-ই যদি ই'তিকাফ না করে, তা হলে অলসতা ও অবহেলার বোঝা তাদের সকলের উপর বর্তাবে। যতটুকু সম্ভব আদায় করে যাবে, কবুল করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন।

টীকা : উক্ত স্থানে জামা'আতে নামায আদায় করলে জামা'আতের সাওয়াব অর্জিত হলেও মসজিদের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এ জন্য মসজিদ বানানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

(ফাতাওয়া রহীঁমিয়া : ৫/২০৯)

মসজিদ শহীদ করে দেওয়া হলে

প্রশ্ন : মহল্লায় যে মসজিদ ছিল তা শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অন্যত্র মাদরাসায় জামা'আতে নামায আদায় করা হচ্ছে। উক্ত স্থানে (মাসরাসায়) ই'তিকাফ করা যাবে কি? আর ই'তিকাফ করলে সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর : শহীদ করে দেওয়া মসজিদে যদি ই'তিকাফ করা সম্ভব না হয়, আর মহল্লায় অন্য কোনো মসজিদ থাকে, তা হলে অন্য মসজিদে গিয়ে ই'তিকাফ করবে, মাদরাসার ই'তিকাফ ধর্তব্য হবে না। তবে মহল্লায় যদি অন্য মসজিদ না থাকে, তা হলে মাদরাসার ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে।

(ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২০৯)

ই'তিকাফকারী মসজিদে স্থান পরিবর্তন করতে পারবে

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী মসজিদে নিজের জন্য যে স্থান নির্ধারণ করে নেয় ঐ স্থানেই থাকা আবশ্যক? না কি মসজিদের যে কোনো স্থানে চাইলে থাকতে পারে।

উত্তর : গোটা মসজিদের যেখানেই চায় বসতে পারে। কোনো অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫০২, রদ্দুল মুহতার : ২/১৮৪)

জবরদস্তিমূলক মসজিদে অন্তর্ভুক্তকৃত অংশে ই'তিকাফকারীর অবস্থান করা

প্রশ্ন : এক মসজিদের ফ্লোরের (ভিটার) কিছু অংশ জবরদস্তিমূলক অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এখন বাহ্যত পুরাটাই মসজিদের ফ্লোর মনে হয়। উক্ত স্থানে বিনা প্রয়োজনে ই'তিকাফকারীর অবস্থান করা কিংবা অযুর জন্য বসা বৈধ কি না? বসলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে? এবং কাযা করা ওয়াজিব হবে?

উত্তর : এ কথা সুস্পষ্ট যে, জবরদস্তিমূলক যে অংশ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা মসজিদ নয়। তাই ই'তিকাফ অবস্থায় ই'তিকাফকারীর জন্য ঐ স্থানে যাওয়া এবং বসার দ্বারা ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে এবং ওয়াজিব ই'তিকাফের কাযা করা আবশ্যক হবে। (ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫০৫, রদ্দুল মুহতার : ৫/৪০৭)

ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদের চার দেয়ালের বিধান

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদের চার দেয়াল মসজিদের অন্তর্ভুক্ত কি না?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে মসজিদ প্রতিষ্ঠাতার নিয়ত ধর্তব্য হবে। যদি তিনি দেয়ালকে মসজিদের অভ্যন্তরে মনে করেন তবে তা মসজিদে অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যথায় মসজিদের বাইরের অংশ বলে বিবেচিত হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মসজিদের দেয়াল মসজিদের ভিটার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় বিধায় মসজিদের ভিতরের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় আর অন্য দিকের সীমানা মসজিদের বাইরের অংশ হয়ে থাকে। (ফাতাওয়া দরুল উলূম : ৬/৫০৭)

ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদের সীমানার বিধান কি?

প্রশ্ন: মসজিদের সীমা মসজিদের জমিনের অন্তর্ভুক্ত কি না? ই'তিকাফ কারীর জন্য বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হয়ে মসজিদের আঙ্গিনায় বা সীমানাতে বসা কেমন?

উত্তর : মসজিদ বলতে মাত্র মসজিদের চার দেয়াল এবং ভিটাকেই বুঝনো হয়। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে একেই মসজিদ বলে। ই'তিকাফকারীর জন্য এ সীমা ত্যাগ করা বৈধ নয়। এরূপ করলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

(ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫০৮)

টীকা : ই'তিকাফ ইচ্ছুক ব্যক্তি ই'তিকাফের শুরুতেই মসজিদের মুতাওয়াল্লী, ইমাম সাহেব কিংবা অন্য কোনো আলেমে দ্বীনের কাছে মসজিদের আসল সীমানা জেনে নিবে। কেননা মসজিদ সব সময় একেবারে বাইরের দরজা পর্যন্ত হয় না। মসজিদের সীমানা এক জিনিস আর শরী'অত যে অংশকে মসজিদ বলে; তা ভিন্ন জিনিস। শরঈ মসজিদের সীমার বাইরে ই'তিকাফকারী যেতে পারবে না।

ই'তিকাফকারী জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামে যাওয়া

প্রশ্ন : জুমু'আ হয় না এমন বস্তিতে ই'তিকাফ করলে জুমু'আর নামায পড়ার জন্য পার্শ্ববর্তী কোনো শহরে কিংবা জুমু'আ হয় এমন কোনো স্থানে ই'তিকাফকারী যেতে পারবে কি না?

উত্তর : এমন মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম যেখানে জুমু'আর নামায হয়। যদি এমন গ্রামে ই'তিকাফ করে যেখানে জুমু'আ হয় না, তবে

ই'তিকাফকারীর জন্য অন্য শহরে জুমুআর উদ্দেশ্যে যাওয়া বৈধ হবে না। স্থানীয় জামে মসজিদে যাওয়া বৈধ হবে। (কিফায়াতুল মুফতী : ৩/৪৮)

'বেহেশতী জেওরে' এ মাসআলা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, স্থানীয় জামে মসজিদে জুমু'আর নামাযের জন্য এতটুকু সময় হাতে নিয়ে যাবে, যাতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং জুমুআর সুন্নাত তথায় পড়ে নিতে পারে। আর ফরয নামাযের পরে ও সুন্নাতের উদ্দেশ্যে অবস্থান করতে পারবে। সময়ের অনুমান করা ই'তিকাফকারীর উপর সোপর্দ করা হয়েছে। অনুমানে ভুল হলে অর্থাৎ কিছু সময় আগে চলে আসলে কোনো সমস্যা নেই।

(বেহেশতি জেওর : ১১/১০৯, শামী : ২/১৮৩)

জুমু'আর নামায পড়ার জন্য কোনো মসজিদে গিয়ে যদি নামায আদায়ের পর তথায় অবস্থান করতে থাকে এবং ই'তিকাফ সেখানেই পূর্ণ করে তবে তা বৈধ হলেও এরূপ করা মাকরূহ। (ইলমুল ফিকহ : ৩/৪৮)

ই'তিকাফ অবস্থায় বাচ্চাদেরকে পড়ানো

প্রশ্ন : মসজিদের ইমাম সাহেব মক্তবে বাচ্চাদেরকে পড়ান এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। তিনি রমাযানের শেষ দশকে মসজিদের মধ্যে বাচ্চাদেরকে পাঠদান করতে পারবেন কি না?

উত্তর : ই'তিকাফের জন্য মাদরাসা থেকে ছুটি নিয়ে নিবেন। ছুটি না মিললে বাধ্য হয়ে মসজিদেই পড়াতে পারবেন।

(ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২০২)

ই'তিকাফকারীর সাথে অন্য কারো ইফতার করা

প্রশ্ন : মসজিদের ইমাম সাহেব ই'তিকাফকারী। তারাবীহ এর ইমাম তথা হাফেয সাহেব যিনি ই'তিকাফকারী নন, ইমাম সাহেবের সাথে মসজিদে ইফতার করতে পারবেন কি না?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা হল হাফেয সাহেব 'মসজিদে শর'ঈ' এর বাইরে নিজের কামরায় বা অন্য কোথাও ইফতার করবেন। তবে মসজিদে প্রবেশের সময় নফল ই'তিকাফের নিয়ত করে যদি বলে নেয় যে,

نَوَيْتُ الاِعْتِكَافَ مَا دُمْتُ فِى الْمَسْجِد

"আমি মসজিদে যতক্ষণ অবস্থান করব, ই'তিকাফের নিয়ত করলাম।"
তা হলে ই'তিকাফকারীর সাথে ইফতার করতে পারবে।
(ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২০৩, আলমগীরী : ৬/২১৫)

বাথরুমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া

বিশেষ প্রয়োজনে ই'তিকাফকারী যদি মসজিদ থেকে বের হয়, তবে প্রয়োজন পূরণের পর বাইরে অবস্থান করবে না। আর যথাসম্ভব মসজিদের খুব নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে প্রয়োজন পুরা করার চেষ্টা করবে।

যেমন : পায়খানার জন্য বের হয় আর তার বাড়ী দূরে কিন্তু বন্ধুর বাড়ী নিকটে হয়, তবে বন্ধুর বাড়ীতে যাবে। হ্যাঁ তার বাড়ীর সাথে যদি স্বভাবজাতভাবেই অন্তরঙ্গতা হয় এবং বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও তার উক্ত প্রয়োজন পুরা না হয়, তবে বাড়ী যেতে পারবে। (শামী : ২/১৮০-১৮২, বেহেশতি জেওর : ১১/১০৯)

বাথরুম খালি না থাকলে অপেক্ষা করা

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী বাথরুমের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পর বাথরুম খালি না থাকলে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে? না কি তাড়াতাড়ী মসজিদে আপন স্থানে ফিরে এসে কিছুক্ষণ পর আবার যাবে। কখনো কখনো এভাবে একাধিক বার যাওয়া আসা করতে হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর : উক্ত প্রয়োজনে বাইরে অপেক্ষা করা বৈধ আছে।

খানা খাওয়ার আগে-পরে হাত ধোয়ার উদ্দেশ্যে বের হওয়া

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী খানার আগে-পরে মসজিদের বাইরে গিয়ে (সাবান দিয়ে কিংবা সাবান ছাড়া) হাত ধৌত করতে পারবে কি? এমনিভাবে দাঁতের মাজন, টুথপেষ্ট ও মেসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিস্কার করতে পারবে কি না?

উত্তর : হাত ধোয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। মসজিদের মধ্যেই কেনো পাত্রে হাত ধুয়ে নিবে। দাঁতের মাজন, টুথপেষ্ট,

মিসওয়াক ইত্যাদি অযুর সাথে করতে পারবে। কিন্তু এগুলোর উদ্দেশ্যেই বের হওয়া বৈধ নয়। (আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৫০২)

ই'তিকাফকারী অযুর উদ্দেশ্যে বের হওয়া

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদের বাইরে গিয়ে ফরয ও নফল নামায এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য অযু করতে পারবে কী?

উত্তর : মসজিদের অভ্যন্তরে যদি এমন জায়গা থাকে যেখানে বসে অযু করলে পানি মসজিদের বাইরে পড়ে, তবে মসজিদের বাইরে যাওয়া বৈধ নয়। আর যদি এমন স্থান না থাকে, তা হলে বৈধ হবে। চাই অযু ফরয নামায নফল, কুরআন তিলাওয়াত কিংবা যিকিরের উদ্দেশ্যে হউক সবগুলোর একই বিধান। (আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৫০০)

ই'তিকাফকারীর জন্য তাহিয়্যাতুল অযু ও তহিয়্যাতুল মসজিদের বিধান

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী যখনই অযু করবে তখনই তাহিয়্যাতুল অযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ (নফল নামায) পড়বে কি না?

উত্তর : তাহিয়্যাতুল অযু পড়বে। আর তাহিয়্যাতুল মসজিদ দিনে একবার পড়াই যথেষ্ট। (ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২০৮)

নফল ই'তিকাফে জুমু'আর গোসলের উদ্দেশ্য বের হওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি রমাযানুল মুবারকের পূর্ণ মাস ই'তিকাফ করে। উক্ত ব্যক্তি ই'তিকাফের শুরুতেই এই নিয়ত করে নেয় যে, "আমি জুমু'আর মুস্তাহাব গোসলের জন্য বের হব"।

মসজিদের সীমানায় গোসলখানা রয়েছে এ অবস্থায় গোসলের জন্য সে বাইরে যেতে পারবে কি? আর নিয়ত না করলে যেতে পারবে কি না?

উত্তর : রমাযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কেফায়াহ। এতে এবং ওয়াজিব ই'তিকাফে ফরয গোসল ছাড়া জুমু'আ ইত্যাদির গোসলের জন্য বের হওয়ার অনুমতি নেই। রমাযানের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের ই'তিকাফ (যদি মান্নতকৃত না হয়) নফল হিসাবে বিবেচিত হবে। এতে জুমুআর জন্য (অথবা জানাযার নামায কিংবা রোগীর শুশ্রূষার

জন্য) বের হওয়ার নিয়ত করা হোক বা না হোক বের হওয়ার দ্বারা ই'তিকাফ শেষ হয়ে যাবে, ভেঙ্গে যাবে না। আবার মসজিদে পুনরায় প্রবেশ করলে নফল ই'তিকাফ নতুনভাবে শুরু হবে।

(ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২১০)

গোসলের পর নাপাক কাপড় ধৌত করা এবং বাড়ী থেকে খানা আনা

প্রশ্ন : (১) ই'তিকাফকারীর উপর গোসল ফরয হলে গোসলখানায় গিয়ে গোসল নাপাক কাপড় দ্রুত ধৌত করে নেয়। এরপর ফেরত আসার পথে গোসলখানার খুব নিকটবর্তী একটি মটকা থেকে বদনা পূর্ণ করে নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে পানি নিয়ে আসে। এ অবস্থায় উক্ত ই'তিকাফকারীর ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেছে? না কি অবশিষ্ট আছে ?

(২) যদি এমন মসজিদে ই'তিকাফ করে, যেখানে গোসলখানা নেই বরং নিকটবর্তী কোথাও পুকুর আছে। ই'তিকাফকারী নাপাক কাপড় পরে পুকুরে নেমে গোসল করা অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপবিত্র কাপড় পবিত্র ও ধৌত করা শুদ্ধ হবে কি না?

(৩) ই'তিকাফকারীর খানা পৌছিয়ে দেওয়ার মত কেউ না থাকলে স্বয়ং গিয়ে খানা আনতে পারবে কি না?

উত্তর : (১) ই'তিকাফ যদি মান্নতকৃত হয়, তবে এতে শুধুমাত্র গোসলের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। কাপড় ধোয়া কিংবা বদনায় পানি পূর্ণ করার জন্য বিলম্ব করা বৈধ নয়। আর এক্ষেত্রে (তথা উক্ত কাজগুলো করলে) তাকে ওয়াজিব ই'তিকাফ কাযা করতে হবে। আর যদি ই'তিকাফ নফল হয় (এতে সুন্নাত ই'তিকাফ তথা রমাযানের শেষ দশকের ই'তিকাফও অন্তর্ভুক্ত) এবং মসজিদ থেকে বের হওয়া গোসলের উদেশ্যেই হয়, তা হলে কাপড় ধৌত করা এবং পানি আনার সুযোগ থাকবে।

(২) উল্লিখিত বিধান দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রেও বুঝে নেওয়া চাই।

(৩) যদি মসজিদে খানা পৌছানোর মত কেউ না থাকে, তবে খানা আনার জন্য যেতে পারবে এবং খানা নিয়ে দ্রুত চলে আসবে। মসজিদের

ভিতরে খানা খেতে হবে; বাইরে খাওয়া যাবে না। আর মসজিদে খানা পৌছানের কোনো ব্যবস্থা হয়ে গেলে নিজে গিয়ে খানা আনবে না।

(কিফায়াতুল মুফতী : ৪/৩৩৪)

ই'তিকাফস্থলের বাইরে ঘুমানো

প্রশ্ন : ই'তিকাফের জন্য যে স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, ঐ স্থান ছেড়ে ই'তিকাফকারী রাতে অন্য কোনো স্থানে ঘুমাতে পারবে কি না?

উত্তর : যে মসজিদে ই'তিকাফ করছে, ঐ মসজিদের যে কেনো স্থানে ইচ্ছা ই'তিকাফকারী অবস্থান করতে পারবে। এমনিভাবে ঘুমাতেও কোনো অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫০৩, রদ্দুল মুহতার : ২/১৮৪)

গরমের কারণে গোসলের জন্য বের হওয়া

প্রশ্ন : গরমের কারণে ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে গোসল করা বৈধ কি না?

উত্তর : না বৈধ নয়। তবে যদি প্রয়োজন কঠিন পর্যায়ের হয়, তা হলে মসজিদে বড় গামলা, বোল ইত্যাদি রেখে তথায় বসে এমনভাবে গোসল করবে যাতে ব্যবহৃত পানি ইত্যাদি মসজিদে না পড়ে। অথবা তোয়ালে বা গামছা ইত্যাদি ভিজিয়ে নিংড়ানোর পর শরীর মুছবে। একাধিকবার এরূপ করার দ্বারা শরীর পরিস্কার হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার : ২/১৮১, আহসানুল ফাতাওয়া, পাকিস্তানী : ৪/৪৯৭)

ই'তিকাফকারী গোসলের জন্য পানি গরম করা

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী গোসলের জন্য (জুমু'আ বা ফরয গোসল) ঠাণ্ডা পানি ক্ষতিকর হওয়ার কারণে মসজিদের সীমানায় গিয়ে চুলা জ্বালিয়ে পানি গরম করতে পারবে কি না?

উত্তর : ই'তিকাফকারী ফরয গোসলের জন্য বের হতে পারবে। অন্য কোনো গোসলের জন্য বের হওয়ার অনুমতি নেই। গরম পানি দেওয়ার মত কেউ না থাকলে মসজিদের বাইরের সীমানায় গিয়ে পানি গরম করতে পারবে। একে শর'ঈ প্রয়োজন হিসাবে ধরা হবে। ই'তিকাফে কোনো অসুবিধা হবে না। (ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/৪০)

ই'তিকাফকারী পেশাব-পায়খানার উদ্দেশ্যে বের হলে গোসল করতে পারবে কি না?

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী প্রাকৃতিক কিংবা শরঈ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বাইরে আসলে (যেমন : কাযায়ে হাজাত তথা প্রসাব-পায়খানার জন্য বের হলে) শরীর সিক্ততার জন্য কিংবা দেহের ময়লা দূর করার উদ্দেশ্যে ইস্তে ার আগে-পরে গোসল করতে পারবে কি না?

উত্তর : না বৈধ নয়। এতে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য গোসলখানা টয়লেটের সাথেই হলে এবং গোসল করতে যদি অযু করা পরিমাণ সময়ের অতিরিক্ত সময় না লাগে, তবে গোসলের অনুমতি রয়েছে। এটা এভাবে হতে পারে যে, মসজিদে গায়ের কাপড় খুলে শুধু লুঙ্গি পরে চলে আসবে এবং পানির লাইন খুলে শরীরে পানি ঢেলে বেরিয়ে আসবে। সাবান ব্যবহার কিংবা অতিরিক্ত ঘষা-মাজা করবে না। এভাবে পরিস্কার হয় তো কম হতে পারে, তবে শরীর সিক্ত হয়ে যাবে। আর মসজিদে ফেরার পথে তোয়ালে বা গামছা দিয়ে শরীর মর্দন করার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়ে যাবে। (আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৫০৫)

একান্ত বাধ্য হয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার জন্য বের হওয়া

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার মত কিংবা জানাযার নামায পড়ানোর জন্য কেউ না থাকলে উক্ত প্রয়োজনে ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে কি না?

উত্তর : প্রাকৃতিক প্রয়োজন কিংবা শর'ঈ প্রয়োজন ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায়। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার জন্য, কিংবা জানাযা নামায পড়ানোর জন্য অথবা সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য (যখন এটা নিশ্চিত হয় যে, ই'তিকাফকারী সাক্ষ্য প্রদান না করলে ঐ ব্যক্তির অধিকার হাত ছাড়া হয়ে যাবে)। অনুরূপভাবে ডুবন্ত ব্যক্তি বা জলন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে বের হলেও ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। গুনাহগার হবে না। অবশ্য, এসব ক্ষেত্রে বের হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। (ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২০৮, তাহতাবী আলা মারাকিউল ফালাহ : ৪০৮-৪০৯)

জানাযা নামাযের জন্য বের হওয়া কেমন?

প্রশ্ন : জানাযা আসার সংবাদ জানতে পেরে ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হয়ে জানাযা পড়ে নিল। এতে ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেছে কি? যদি ভেঙ্গেই যায় তবে এর কাযা করা আবশ্যক হবে কি না? যদি আবশ্যক হয়, তবে কয় দিনের? জানাযার জন্য বের হওয়া শরঈ প্রয়োজন নয় কি?

উত্তর : জানাযা নামায পড়ার স্থান যদি মসজিদের বাইরে হয়, তবে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে এবং কমপক্ষে এক দিনের কাযা আবশ্যক হবে। সাহস হলে পূর্ণ দশ দিনের কাযা করে নিবে। এতে অধিক সতর্কতা রয়েছে। আর জানাযার নামাযের জন্য বের হওয়া শর'ঈ প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়।(ফাতাওয়া : ৫/২০০, তাহতাবী আলা মারাকিউল ফালাহ : ৪০৯)

মা'আরিফে মাদানিয়া পৃষ্ঠা ৯৯তে এ মাসআলা এরূপ বর্ণিত, "আল্লামা সাহারানপুরী রহ. বলেন, হানাফিয়াদের মাযহাব এই যে, ই'তিকাফকারীর জন্য রোগীর শুশ্রূষা অথবা জানাযা নামাযের উদ্দেশ্যে ই'তিকাফস্থল থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। কেননা, শুশ্রূষা করা ফরয নয়। এমনিভাবে জানাযা নামাযও ফরযে আইন নয়; বরং ফরযে কেফায়াহ। যা অন্যান্যরা আদায় করে নিতে পারে। তাই ই'তিকাফকারীর জন্য বের হওয়া বৈধ নয়।

আদ্দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন, "ওয়াজিব ই'তিকাফে হাজতে জরুরিয়া (বিশেষ প্রয়োজন) ছাড়া ই'তিকাফ থেকে বের হওয়া হারাম। অবশ্য, নফল ই'তিকাফে রেব হওয়া বৈধ। এতে ই'তিকাফ বাতিল হয় না বরং শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ নফল ই'তিকাফের নির্দিষ্ট কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। বরং সামান্য সময়ের জন্যও হয়ে থাকে। নফল ই'তিকাফকারী যখনই ই'তিকাফ থেকে বেরিয়ে পড়বে, তার উক্ত ই'তিকাফ পুরা হয়ে যাবে। (মা'আরিফে মাদানিয়া : ১০/৯৯)

জানাযা নামাযে অংশগ্রহণ এবং রোগীর শুশ্রূষা করা

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী জানাযার নামায এবং রোগীর শুশ্রূষার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে কি? যদি প্রথম থেকেই জানাযা ও রোগীর শুশ্রূষার জন্য বের হওয়ার নিয়ত করে নেয় তবে তা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ই'তিকাফের মান্নত করার সময় জানাযা, রোগীর শুশ্রূষা ও ইলমী মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য পৃথকভাবে নিয়ত করে শর্ত করে নেওয়া সহীহ আছে এবং এর জন্য বের হওয়াও বৈধ। তবে মান্নতের মতো পৃথক নিয়তকেও মুখে উচ্চারণ করা জরুরি। মনে মনে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। তবে সুন্নাত ই'তিকাফের মধ্যে এ ধরনের নিয়ত করলে তা নফল হয়ে যায়, এর দ্বারা সুন্নাত ই'তিকাফ আদায় হয় না। সুন্নাত ই'তিকাফ সেটাই যার মধ্যে কোনোরূপ পৃথক শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় না।

সুতরাং সুন্নাত ই'তিকাফে বের হওয়ার দ্বারা ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায়। তবে পায়খানা-পেশাব ইত্যাদি প্রয়োজনে বের হওয়ার পর পথিমধ্যে যদি রাস্তায় জানাযা নামায শুরু হয়ে যেতে দেখে, তা হলে তাতে শরীক হতে পারে। এক্ষেত্রে নামাযের শুরুতে অপেক্ষা করা কিংবা জানাযার পর মসজিদের বাইরে অবস্থান করা বৈধ নয়।

(আহসানুল ফাতাওয়া পাকিস্তানী : ৪/৫০০)

ই'তিকাফকারী আযান দেওয়ার জন্য যাওয়া

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী আযান দেওয়ার জন্য আযানের জায়গায় যেতে পারবে কি না?

উত্তর : আযানের স্থানের দরজা যদি মসজিদের অভ্যন্তরে হয়, তবে উক্ত স্থানে ই'তিকাফকারী সর্বাবস্থায়ই যেতে পারবে। দরজা মসজিদের বাইরে হলে শুধু আযান দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যেতে পারবে।

(আহসানুল ফাতাওয়া : ২/৪৯৮, রদ্দুল মুহতার : ২/১৮১)

ই'তিকাফকারীর অন্যত্র তারাবীহ পড়ানো

প্রশ্ন : যায়েদ রমাযানুল মুবারকের শেষ দশকে বরাবরই ই'তিকাফ করে আসছে। এ বছর সাম্প্রতিক এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, তারাবীহ নামাযে কুরআন শরীফ শুনানোর জন্য যায়েদকে নবাব সাহেবের বাড়ীতে যেতে হচ্ছে। এটা জায়েয কি না?

উত্তর : যদি ই'তিকাফের সময় এ নিয়ত করে নেয় যে, আমি তারাবীতে কুরআন শুনানোর জন্য যাব, তবে যাওয়া জায়েয।

(ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫১২, আলমগীরী মিশরী : ১/১৯৯)

মসজিদে রোগী দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী মসজিদে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে কিংবা অবস্থা শুনে ব্যবস্থাপত্র লিখতে পারবে কি না? এমনিভাবে ই'তিকাফকারী পায়খানা -পেশাব ইত্যাদির জন্য বের হওয়ার পর বাইরের কোনো রোগীর জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে ঔষধ বাতিয়ে দিতে পারবে কি না?

উত্তর : ই'তিকাফকারী মসজিদে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে কিংবা অবস্থা শুনে ব্যবস্থাপত্র দিতে পারবে এবং চিকিৎসাও করতে পারবে। এমনিভাবে বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে আসার পর কেনো অসুস্থরোগী অবস্থা বললে এবং ব্যবস্থাপত্র চাইলে তাকে ঔষধ ইত্যাদি বাতলিয়ে দেওয়া জায়েয আছে।

(ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫০২, রদ্দুল মুহতার : ২/১৮৫)

মামলার তারিখে মসজিদ থেকে বের হওয়া

প্রশ্ন : এক ই'তিকাফকারীর রমাযানের শেষ দশকে মামলার তারিখ রয়েছে এবং উক্ত তারিখে তার আদালতে উপস্থিত থাকা জরুরি। উক্ত অবস্থায় এই ই'তিকাফকারী বাধ্য হয়ে আদালতে যেতে পারবে কি না?

উত্তর : মামলা মোকদ্দমার জন্য বের হলে তার সুন্নাত ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি বাধ্য হয়ে বের হতে হয়, তা হলে গুনাহগার হবে না। আর সাহেবাইনের মাযহাব অনুসারে অর্ধদিনের কম সময় মসজিদের বাইরে অবস্থান করলে ই'তিকাফ ফাসেদ হয় না। এ জাতীয় বিশেষ জরুরি অবস্থায় উক্ত মাযহাবের উপর আমল করা যেতে পারে।

(ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২১১, মারাকিউল ফালাহ : ৪০৯)

সরকারী বেতন নেওয়ার জন্য বাইরে যাওয়া

প্রশ্ন : বৃটেনে (ইংল্যাণ্ড) খুব কম কর্মচারী ই'তিকাফ করতে পারে। অধিকাংশ ই'তিকাফকারী কল-কারখানায় চাকুরিজীবি হয়ে থাকে। কিন্তু এ জাতীয় ব্যক্তিদেরকে প্রতি সপ্তাহে অফিসে গিয়ে স্বাক্ষর করে বেতন উত্তোলন করতে হয়। অফিসে না গেলে বেতন মিলে না। তাই স্বাক্ষর করার জন্য ই'তিকাফকারী (মসজিদের) বাইরে যেতে পারবে কি না?

উত্তর : উক্ত বেতন ছাড়া যদি জীবন-যাপন অসম্ভব হয়, তবে অফিসে যেতে পারবে এবং স্বাক্ষর করে তড়িৎ মসজিদে ফিরে আসবে আর সতর্কতামূলক এক দিনের ই'তিকাফ কাযা করে নিবে।

আর যদি উক্ত বেতনের উপর জীবনধারণ নির্ভরশীল না হয়; তবে বের হওয়ার অনুমতি নেই। বের হলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে এবং ই'তিকাফ বরবাদ করার গুনাহও হবে। (ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২১২)

ক্ষৌরকর্ম এবং মুস্তাহাব গোসলের উদ্দেশ্যে বের হওয়া

প্রশ্ন : যে সব বিষয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন : মাথার চুল ছাটাই করা, মুস্তাহাব গোসল করা ইত্যাদি। এ জাতীয় বিষয়ের জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : ই'তিকাফকারীর জন্য মাথা মুণ্ডন কিংবা মুস্তাহাব গোসলের উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া বৈধ নয় এতে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায়। মাথা মুণ্ডানো একান্ত জরুরি হয়ে পড়লে ই'তিকাফের স্থানেই ভালোভাবে চাদর ইত্যাদি বিছিয়ে মাথা মুণ্ডানো যাবে। তবে মসজিদে চুল ইত্যাদি যাতে না পড়ে এ দিকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

(ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২০১, ফাতাওয়া আলমগীরী : ৬/২১৫)

মসজিদে ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করা

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারীর জন্য ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করা (চুল কাটা) জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ই'তিকাফকারী নিজের চুল নিজে কেটে নিতে পারে। তবে নাপিতের মাধ্যমে চুল ছাটাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হল, নাপিত যদি বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে, তবে মসজিদের অভ্যন্তরে-ই তা বৈধ। পক্ষান্তরে, যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হয়, তবে ই'তিকাফকারী মসজিদের অভ্যন্তরে থাকবে আর নাপিত মসজিদের বাইরে বসে ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করবে। কেননা মসজিদের ভিতরে পারিশ্রমিক নিয়ে কোনো কাজ করা জায়েয নেই। (আহসানুল ফাতাওয়া, : ৪/৫০৬)

বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদির জন্য বের হওয়া

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী বিড়ি পানে অভ্যস্ত। রাতে দশবারেরও অধিক বিড়ি পান করে। এটা অভ্যাসগত প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত কি না? আর এ উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া শরী'অতের দৃষ্টিতে অনুমোদিত কি না? অনুমতি যদি থাকে, তবে তা পান করার পর মুখ ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে? না কি অযুও করতে হবে।

উত্তর : ই'তিকাফ করার শুরুতেই বিড়ি-সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এতে সফল না হলে সংখ্যাও পরিমাণ কমিয়ে দিবে। একান্ত যদি কিছু পান করতেই হয় তবে ইস্তেঞ্জা ও পবিত্রতার জন্য বের হলে বিড়ি পানের প্রয়োজন মিটিয়ে নিবে। শুধু বিড়ি পানের উদ্দেশ্যে বের হবে না। তবে একেবারে বাধ্য হয়ে পড়লে এবং স্বভাব বিকৃত হওয়ার ভয় হলে বিড়ি-সিগারেট পানের উদ্দেশ্যেই বের হতে পারবে। এক্ষেত্রে এটাকে স্বভাবজাত প্রয়োজন হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং এটা ই'তিকাফ নষ্টকারী হবে না।

ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া : ৩/৫৭ এর মধ্যে রয়েছে যে, ই'তিকাফকারীর জন্য মাগরিবের নামাযের পর মসজিদের বাইরে গিয়ে হুক্কা পান করত কুলি করে দুর্গন্ধ দূর করে মসজিদে চলে আসা জায়েয আছে।

(ফাতাওয়া রহীমিয়া : ৫/২০২)

ই'তিকাফ অবস্থায় বাধ্য হয়ে কাজ করা

প্রশ্ন : বান্দার দায়িত্বে পোষ্ট অফিসের কাজ আছে, ই'তিকাফ অবস্থায় মৌখিক কেনো কথা-বার্তা বলা ছাড়া পোষ্ট অফিসের কাজ করতে পারব কি না?

উত্তর : ই'তিকাফকারীকে ই'তিকাফের জন্য মসজিদে অবস্থান করা জরুরি। এটা ছাড়া ই'তিকাফ হয় না। আদদুররুল মুখতার-এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে অবস্থান করা আবশ্যক। প্রস্রাব-পায়খানা, ফরয গোসল ও জুমুআর নামায ইত্যাদির জন্য বের হওয়া জায়েয আছে। এ ভিত্তিতে প্রয়োজনে মসজিদের ভিতরে অবস্থান করত পোষ্ট অফিসের কার্যাবলী সম্পাদন করা এবং মৌখিক কথাবার্তা বলাও জায়েয। তবে পোষ্ট অফিসের কাজের উদ্দেশ্যে মসাজিদ থেকে বের হলে

ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। আর ই'তিকাফ অবস্থায় চুপ থাকা আবশ্যক নয়। অবশ্য, অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত কথাবার্তা বলা মাকরূহ।

(ফাতাওয়া দারুল উলূম : ৬/৫১৩, রদ্দুল মুহতার : ২/১৮৫)

ই'তিকাফকারী স্ত্রী সহবাস করলে

স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি চাই ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা ভুলবশতু ই'তিকাফের কথা স্মরণ না থাকাবস্থায় মসজিদে করা হোক কিংবা মসজিদের বাইরে, সর্বাবস্থায় ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে যেসব কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহবাসের প্রতি উৎসাহ যুগিয়ে থাকে যেমন চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি ও ই'তিকাফ অবস্থায় নাজায়েয। তবে এগুলোর কারণে বীর্যপাত না হলে ই'তিকাফ বাতিল হয় না। হ্যাঁ, যদি এগুলোর দ্বারা বীর্যপাত হয়ে যায়, তবে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। শুধুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করার কারণেই বীর্যপাত হয়ে গেলে এর দ্বারা ই'তিকাফ নষ্ট হবে না।

(বেহেশতি জেওর : ১১/১০৯ শরহুল বেদায়া : ১/২১১,
শরহুততানবীর : ১/১৫৮)

"ই'তিকাফ অবস্থায় যৌন উত্তেজনাপূর্ণ কার্যাবলী হারাম। হ্যাঁ, যদি শুধুমাত্র ধ্যাণ করার দ্বারা কিংবা দেখার দ্বারা অথবা স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বীর্যপাত হয়ে যায়, তবে ই'তিকাফ বাতিল হবে না। চাই এ রকম হওয়া তার অভ্যাস হোক বা না হউক।

ই'তিকাফকারীকে ই'তিকাফের স্থান থেকে বের করে দেওয়া হলে?

ই'তিকাফকারীকে যদি জোরপূর্বক ই'তিকাফের স্থান হতে বের করে দেওয়া হয় তবে তার ই'তিকাফ বলবৎ থাকবে না। যেমন : সমসাময়িক বিচারকের পক্ষ থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। কিংবা কেউ তার কাছে প্রাপ্য ঋণ উসুল করার জন্য এসে তাকে মসজিদ থেকে বের করে ফেলে। এমনিভাবে যদি কোনো শরঈ বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হয়, আর পথিমধ্যে কোনো ঋণদাতা তাকে আটকে রাখে কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে ই'তিকাফের স্থানে পৌছতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়। তবে ই'তিকাফ থাকবে না।

(বেহেশতি জেওর : ১১/১০৯, ফাতওয়া শামী : ২/১৮৩)

ই'তিকাফকারী পাগল কিংবা বেহুশ হয়ে গেলে

ইমাম আযম রহ.-এর মতে ই'তিকাফকারী যদি কয়েক দিন বেহুশ অবস্থায় থাকে, তবে তার ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। পাগলের বেলায় ও একই হুকুম। কিন্তু রাত্রি বেলায় যদি নেশাগ্রস্ততা এসে যায় তবে এর দ্বারা ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। এমনিভাবে গালি-গালাজ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি গুনাহ্ করার দ্বারা ও ই'তিকাফ নষ্ট হয় না। (কিতাবুল ফিকহ : ১/৯৫৪)

ই'তিকাফকারীর দুনিয়াবী কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া

ই'তিকাফ অবস্থায় দুনিয়াবী কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরূহে তাহরীমী। যেমন : ক্রয়-বিক্রয় করা অথবা ব্যবসায়িক কোনো কাজ করা। হ্যাঁ যদি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ হয়, যেমন : ঘরে খানা নেই, আর ই'তিকাফকারী ব্যতীত ক্রয় করার মত নির্ভরযোগ্য কেউ না থাকে, তবে উক্ত অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ আছে। উল্লেখ্য, ক্রয়কৃত বস্তু মসজিদে আনার কারণে মসজিদ অপরিচ্ছন্ন হয় কিংবা রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তবে কোনো অবস্থাতেই তা মসজিদে আনা বৈধ নয়; আর মসজিদ অপরিচ্ছন্ন হওয়া কিংবা রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা না হলে সে ক্ষেত্রে কারো কারো নিকট আনা জায়েয। (বেহেশতি জেওর : ১১/১১০, শরহুত তানবীর : ১/১৫৭)

যে সকল ওযর ব্যাপক ঘটে না তার বিধান

যে সমস্ত ওযর কদাচিৎ ঘটে থাকে,এ জাতীয় ওযরে ই'তিকাফের স্থান ত্যাগ করা ই'তিকাফ বিরোধী অর্থাৎ বৈধ নয়। যেমন : রোগীর শুশ্রূষা করা, ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য কিংবা অগ্নি নির্বাপনের উদ্দেশ্যে অথবা মসজিদ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। যদিও উপরোক্ত অবস্থাগুলোতে বের হওয়া গুনাহ্ নয়; রবং জীবন বাঁচানোর জন্য আবশ্যকও বটে, তথাপি এতে ই'তিকাফ অবশিষ্ট থাকে না। (বেহেশতি জেওর : ১১/১০৯, শামী : ২/১৮৩)

ই'তিকাফ ভঙ্গকারী ও ভঙ্গকারী নয় এমন কিছু কাজ

প্রশ্ন : নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সুন্নাত ই'তিকাফ ভেঙ্গে দেয় কি না?

১. ওযুর শুরুতে উদ্দেশ্যহীনভাবে অযু করা। ওযুখানায় বসে সাবান দ্বারা হাত মুখ ধৌত করা।

২. ওযুর পর ওযুখানায় দাঁড়িয়ে রুমাল দ্বারা ওযুর পানি শুকানো।

৩. ওযুর শুরুতে ওযুখানায় হাতের ঘড়ি খুলে পকেটে রেখে ওযু করা। অথবা ওযুখানায় ওযুর জন্য খোলা হাত থেকে ঘড়ি রেব করে পকেটে রাখা।

৪. পেশাবখানার বাইরে সিরিয়াল লেগে থাকলে তথায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা।

৫. ওযুর শুরুতে ওযুখানায় প্রবেশ করে নিজের টুপি অথবা রুমাল খুঁটি ইত্যাদির মধ্যে রাখা।

৬. ঘরে থেকে খানা আনার কেউ না থাকলে খানা আনার জন্য ঘরে যাওয়া।

৭. খানা আনার জন্য ঘরে যাওয়ার পর জানতে পারল যে, খানা তৈরি হতে কিছুক্ষণ বিলম্ব হবে, এর জন্য অপেক্ষা করা।

৮. স্বপ্নদোষ হয়ে গেছে এবং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করলে ক্ষতির আশংকা হলে গরম পানি করতে বাইরে যাওয়া অথবা গরম পানির জন্য ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করা।

৯. ই'তিকাফ অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে আর ঔষধ এনে দেওয়ার মত কেউ না থাকলে অথবা ডাক্তারের কাছে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার শরঈ বিধান কী?

উত্তর : (১) ও (২) ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (৩-৭) পর্যন্ত জায়েয আছে। (৮) জায়েয আছে। স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে গরম পানির অপেক্ষায় তায়াম্মুম করে মসজিদে অবস্থান করা বৈধ নয়। মসজিদ থেকে তড়িৎ বের হয়ে যেতে হবে। মসজিদের বাইরে গরম পানির অপেক্ষায় অবস্থান করা বৈধ। (৯) চিকিৎসার জন্য মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে

এবং এক দিনের ই'তিকাফ কাযা করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। তবে বিশেষ অপারগতার ক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়লে গুনাহ্ না হলেও সর্বাবস্থায় ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা আবশ্যক হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া, : ৪/৫০৮, রদ্দুল মুহতার : ২/১৪৫)

ভুলবশত মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী যদি ভুলবশত মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে তার ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে কি না?

উত্তর : ভুলবশত বেরিয়ে পড়লেও ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

(আহসানুল ফাতাওয়া, : ৪/৪৯৭, রদ্দুল মুহতার : ২/১৮২)

ভুলবশত নিজ ই'তিকাফস্থল মসজিদ এক মিনিট বরং তার চাইতেও কম সময়ের জন্যও ত্যাগ করা বৈধ নয়। (বেহেশতী জেওর : ১১/১০৯, শরহে বেদায়া : ১/২১০)

ই'তিকাফকারীর জন্য উত্তম কাজসমূহ

ই'তিকাফ অবস্থায় একেবারে চুপচাপ বসে থাকা মাকরূহে তাহরীমি। হ্যাঁ খারাপ কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করা, মিথ্যা বলা, ও গীবত তথা পরচর্চা করা থেকে বিরত থাকবে না। বরং কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের মাধ্যমে কিংবা দীনী ইলম শিক্ষা করা অথবা শিক্ষা দেওয়ার মাঝে, অথবা অন্য কোনো ইবাদতের মাধ্যমে আপন সময় ব্যয় করবে। সর্বোপরি, চুপ থাকা কোনো ইবাদত নয়। (বেহেশতী জেওর : ১১/১১০, শরহুল বেদায়া : ১/১২১)

উত্তম বিষয়গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা

১. কুরআন শরীফ লোিওয়াত করা।

২. দরূদ শরীফ, ইস্তেগফার ও তাসবীহাতে লিপ্ত থাকা।

৩. উত্তম কথা বলা, এগুলো শিক্ষা করা এবং শেখানো। ধর্মীয় পুস্তিকাদি অধ্যয়ন করা, নিজে শুনা ও অপরকে শুনানো।

৪. ওয়ায-নসীহত করা।

৫. জামে মসজিদে ই'তিকাফ করা। (রমাযান কেয়া হায় : ১৪৮)

ই'তিকাফে সুনির্দিষ্ট কোনো ইবাদাত করা শর্ত নয়। নামায, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত, ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়া এবং পড়ানো অথবা

আল্লাহতা'আলার যিকির করা। সর্বোপরি যে কোনো ইবাদাত করতে মন চায় তা করতে থাকা। (আহকামে রমাযানুল মোবারক, দারুল উলূম : ১০)

ই'তিকাফের মাকরূহ বিষয়সমূহ

১. একেবারে চুপচাপ নিথর হয়ে বসে থাকা এবং একে উত্তম কাজ মনে করা। আজকাল অজ্ঞ লোকেরা ই'তিকাফ অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকাকেও পূণ্যের কাজ মনে করে।

২. ঝগড়া-বিবাদ, শোরগোল ইত্যাদি করা এবং অহেতুক মনগড়া বাজে কথাবার্তা বলা।

৩. ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য মসজিদের ভিতরে নিয়ে আসা।

(রমাযান কেয়া হায় : ১৪৯)

ই'তিকাফের আদবসমূহ

ই'তিকাফের আদবের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রয়েছে :

(১) ই'তিকাফকারী পরিহিত কাপড় ছাড়াও অতিরিক্ত কাপড় নিয়ে আসবে। কেননা কখনো কখনো কাপড় পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

(২) যেহেতু ই'তিকাফ ঈদ পর্যন্ত পৌছে যায়, তাই ঈদের রাত মসজিদেই যাপন করা, যাতে করে মসজিদ থেকে বের হয়ে ঈদগাহের দিকে রওয়ানা করা যায় এবং (ই'তিকাফ) এক ইবাদত অপর ইবাদত (ঈদের নামাযের) সাথে মিলে যায়।

(৩) ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদের অভ্যন্তরীণ অংশে অবস্থান করা। যাতে করে কথাবার্তার কারণে ই'তিকাফে সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

(৪) ই'তিকাফ রমাযান মাসে হওয়া চাই। বিশেষ করে শবে কদর প্রাপ্তির আশায় শেষ দশকে হওয়া। কেননা, এই দিনগুলোতে শবে কদর হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

(৫) ই'তিকাফ দশ দিনের কম না হওয়া।

(৬) উত্তম কথা-বার্তা ছাড়া অন্য কোনো কথা না বলা।

(৭) ই'তিকাফের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ নির্বাচন করা। যেমন মসজিদে হারাম, এরপর মসজিদে নববী। এরপর মসজিদে আকসাএর পরে জামে মসজিদের অবস্থান।

(৮) ই'তিকাফ চলাকালীন কুরআন শরীফের তিলাওয়াত, হাদীস অধ্যয়ন, ইলমে দ্বীন অর্জন ও শিক্ষা দানে ব্যস্ত থাকা। (কিতাবুল ফিক্হ : ৯৫৪)

ই'তিকাফের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী

হানাফীদের নিকট কতিপয় বিষয় মাকরূহে তাহরীমী

(১) চুপ থাকার মধ্যে অতিরিক্ত সাওয়াব মনে করে চুপ থাকা। যদি এ খেয়াল না থাকে তবে চুপ থাকা মাকরূহ নয়। হ্যাঁ যবানের গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য চুপ থাকা সর্ববৃহৎ ইবাদত।

(২) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য মসজিদে আনা মাকরূহে তাহরীমী। তবে নিজের ও পরিবার পরিজনের বিশেষ প্রয়োজনে বেচা-কেনা করা আবশ্যক হয়ে পড়লে মসজিদে পণ্য উপস্থিত না করে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে নিতে পারে। তবে পণ্য উপস্থিত করে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি মসজিদে করা বৈধ নয়। (কিতাবুল ফিকহ : ১/৯৫৬)

একটি ভুল সংশোধন

কিছুলোক মনে করে ই'তিকাফকারী কোনো প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে তার জন্য কথাবার্তা বলা জায়েয নেই, এটা ভুল। হাঁটতে হাঁটতে কথাবার্তা বলা যাবে। তবে কথা-বার্তা কিংবা অন্য কোনো কাজের জন্য অবস্থান করা বৈধ নয়। (রমাযান কেয়া হায়? : ১৫১)

ই'তিকাফ ও হানাফী মাযহাব

হানাফীদের নিকট ই'তিকাফকারীর মসজিদের বাইরে আসার দু'টি অবস্থা রয়েছে।

(১) মান্নতকৃত ওয়াজিব ই'তিকাফ হবে। এ ক্ষেত্রে মসজিদ থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে জায়েয নেই। রাতে বা দিনে ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা ভুলবশত। সুতরাং কোনো ধরনের অপারগতা কিংবা যে সব ওযরের কারণে মান্নতের ই'তিকাফে মসজিদ থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে; ঐ সব ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

মসজিদের বাইরে আসার তিনটা কারণ রয়েছে :

✪ প্রাকৃতিক প্রয়োজন : যেমন– পায়খানা করার জন্য কিংবা স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে মসজিদে গোসল করা অসম্ভব হলে ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে

শুধুমাত্র ফরয গোসল এবং পায়খানা পেশাব ইত্যাদির জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে উক্ত কাজের জন্য যে পরিমাণ সময় লাগে ঠিক ঐ পরিমাণ সময় বাইরে থাকতে পারবে।

✪ শরঈ ওযরের কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া : যেমন– ই'তিকাফকৃত মসজিদে যদি জুমু'আর নামায না হয় এবং জুমু'আর নামাযের জন্য অন্য মসজিদে যেতে হয়, এক্ষেত্রে ঠিক এ পরিমাণ সময় হাতে নিয়ে মসজিদ ত্যাগ করবে; যে সময়ের মধ্যে জামে মসজিদে গিয়ে খুতবার আযানের পূর্বে চার রাকা'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতে পারে। আর জুমু'আর নামায আদায়ের পর এ পরিমাণ সময় বিলম্ব করবে যতক্ষণে চার রাকা'আত কিংবা ছয় রাকা'আত নামায আদায় করতে পারে। যদি এর চেয়ে বেশি সময় অবস্থান করে, তবে এ জামে মসজিদটিও ই'তিকাফের উপযুক্ত ক্ষেত্র হওয়ার কারণে ই'তিকাফ ফাসেদ না হলেও এরূপ করা মাকরূহে তানযীহী। কেননা শুরু থেকে যে মসজিদে ই'তিকাফ করা পছন্দ করে নিয়েছে বিনা প্রয়োজনে তার বিপরীত করা হয়েছে।

✪ এমন সব ওযরের কারণে বের হওয়া যেগুলোর কারণে বের হতে বাধ্য হয়ে পড়ে। যেমন : যে মসজিদে ই'তিকাফ করেছে, ঐ মসজিদে অবস্থান করা জান-মালের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়লে, কিংবা মসজিদ বিধ্বস্ত হতে শুরু করলে। এ সব ক্ষেত্রে মসজিদ থেকে বের হয়ে অন্য কোনো মসজিদে ই'তিকাফের নিয়তে চলে যাওয়া যেতে পারে।

(২) দ্বিতীয় অবস্থা হলো ই'তিকাফ (মান্নতকৃত নয় বরং) নফল হবে। এ অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হতেও কোনো আপত্তি নেই। কেননা নফল ই'তিকাফে এ রকম বাঁধা-ধরা কোনো নিয়ম কানুন নেই যে, এ পরিমাণ সময়ের অধিক সময় মসজিদের বাইরে অবস্থান করার দ্বারা ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায়।

(নফল ই'তিকাফে) মসজিদের বাইরে আসার দ্বারা পূর্বোকৃত ই'তিকাফ নষ্ট হয় না বরং সমাপ্ত হয়ে যায়। মসজিদে ফিরে এসে পুনরায় ই'তিকাফ করলে এর জন্য ভিন্ন সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু ওয়াজিব ই'তিকাফে বিনা ওযরে মসজিদের বাইরে আসা গুনাহ এবং এতে পূর্বোকৃত ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যায়।

এই হুকুমগুলো ওয়াজিব ই'তিকাফের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যদি তা ধারাবাহিক কয়েক দিনে করার নিয়ত করা হয়। পক্ষান্তরে, যদি শুধুমাত্র সাধারণ মান্নত ই'তিকাফের নিয়ত হয় বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ই'তিকাফের নিয়ত থাকে, কিন্তু ধারাবাহিকতার শর্তমুক্ত থাকে, তবে উক্ত ক্ষেত্রে ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বিনা প্রয়োজনেও বের হওয়া বৈধ। তবে বের হওয়ার সাথে সাথেই ই'তিকাফ শেষ হয়ে যাবে এবং ফিরে এসে পুনরায় ই'তিকাফের নিয়ত করতে হবে।

হ্যাঁ, প্রথম থেকেই যদি পুনরায় ফিরে আসার নিয়ত করে থাকে অথবা মসজিদ থেকে বের হওয়া প্রয়োজনের কারণে হয়, তা হলে নতুন করে নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। একই হুকুম নফল ই'তিকাফের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (কিতাবুল ফিকহ : ১/৯৫৩)

সম্মিলিত ই'তিকাফের প্রমাণ

প্রশ্ন : সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে ই'তিকাফের গুরুত্ব প্রমাণিত আছে কি?

উত্তর : প্রথমত ই'তিকাফের মূল যে উদ্দেশ্য সেটা সাহাবায়ে কেরামের চলাফেরা ও সকল কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও অর্জিত ছিল। কিন্তু আজ সেটা ই'তিকাফের মাধ্যমেও কদাচিৎ অর্জিত হয়। তথাপিও সাহাবায়ে কেরাম থেকে ই'তিকাফের গুরুত্ব প্রমাণিত।

মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ড, ৩৭০ নাম্বার পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের প্রথম দশকে ই'তিকাফ করেন। তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-ও ই'তিকাফ করেন। এরপর দ্বিতীয় দশকেও ই'তিকাফ করেন। এবং ইরশাদ করেন, "আমি প্রথম দশকে শবে কদরের অন্বেষণে ই'তিকাফ করি। এরপর দ্বিতীয় দশকেও একই উদ্দেশ্যে ই'তিকাফ করেছি এরপর আমাকে কোনো ঘোষক (ফেরেশতা) দিক নির্দেশনা দিলেন যে, শেষ দশকেই শবে কদর রয়েছে (এজন্য শেষ দশকে ই'তিকাফ করা চাই)। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ই'তিকাফ করতে চায়, যেন ই'তিকাফ করে।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ দশকের ই'তিকাফও করেন। সাহাবায়ে কিরামগণ রাযি.ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ই'তিকাফ করেন। বুখারী শরীফ : ১/২৭১নং পৃষ্ঠায় এ শব্দাবলী রয়েছে যে, যে সব লোক আমার সাথে প্রথম দশকে ই'তিকাফ করেছে, তারা যেন শেষ দশকেও ই'তিকাফ করে।

মুসলিম শরীফ : ১/৩৭১ পৃষ্ঠা এর আলোচনায় বুঝে আসে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বিবিগণের জন্যও তাঁবু লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদিও তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনঃপুত হয় নি। এ জন্য যে, তিনি তাঁদের ই'তিকাফ একাগ্রচিত্তে হওয়ার ব্যাপারে তিনি সন্দিহান ছিলেন। অথবা আত্মমর্যাদাবোধ করে তা অপছন্দ করেছেন। কেননা মসজিদে পুরুষ লোক থাকবে, মুনাফিক ও গ্রাম্য লোকসহ সর্বস্তরের মানুষ আসবে। আর মানবিক প্রয়োজনে তাঁদের মসজিদ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন পড়বে।

অথবা তাঁদের মসজিদে অবস্থান দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ই'তিকাফের যে একাগ্রতা তথা দুনিয়াদারী ও স্ত্রী বিমুখতা তা হারিয়ে যাবে।

(নববী শরহে মুসলিম : ১/৩৭১, মালফুযাতে ফকীহুল উম্মত : ৩/৪৬, মুফতিয়ে আযম হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দ)

ই'তিকাফের মুস্তাহাবসমূহ

ই'তিকাফের আদাব ও মুস্তাহাবগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এতেই প্রকৃত বরকত ও ফলাফল অর্জিত হবে।

১. ই'তিকাফ অবস্থায় বেশি বেশি নেক কাজ করবে এবং ভালো কথা বলবে।

২. রমাযানের শেষ দশকের পূর্ণ সময় ই'তিকাফ করার চেষ্টা করবে।

৩. যথাসম্ভব জামে মসজিদে ই'তিকাফ করবে।

৪. সাধ্য মোতাবেক সময়গুলোকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে ব্যয় করবে। যেমন : নফল নামায, কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত এবং ইলমে দ্বীনের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করবে। বিশেষভাবে মানবতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জীবনী, হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর সত্য ঘটনাবলী, সাহাবায়ে কেরামের রাযি., সম্মানিত ইমামগণ এবং আউলিয়ায়ে কেরামের

অবস্থাবলী ও ঘটনা, তাঁদের বাণী ও নসীহতসমূহ অধ্যয়ন করবে। শরী'অতের মসায়েলের কিতাব সমূহ পড়বে। তবে যে কথা বুঝে না আসে, তাতে নিজের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা না লাগিয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো আলেম থেকে তার ব্যাখ্যা এবং উদ্দেশ্য বুঝে নিবে।

৫. মাসনূন যিকিরগুলো বেশি বেশি পড়বে। যতটুকু তাসবীহ্ সহজে পড়া যায়, তাই পড়বে। সবগুলোই উত্তম। তাসবীহ্গুলো এই

سُبْحَانَ اللّٰهِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰه ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

এবং যে ইস্তেগফার-ই স্মরণ থাকে তা পড়বে। যেমন : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ অথবা اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ যে যিকিরই করবে, ধ্যান ও একাগ্রতার সাথে করবে।

৬. বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়বে। সর্বোত্তম দরূদ উহাই যা, নামাযে পড়া হয়।

৭. সালাতুত্তাসবীহ পড়ার দ্বারা দশ প্রকার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই প্রতিদিন তা পড়ার চেষ্টা করবে।

৮. ইশরাক, চাশত, দ্বি-প্রহরের সুন্নাত, আওয়াবীন এবং তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবে। তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং তাহিয়্যাতুল ওযু ও ছাড়বে না।

৯. ফজর থেকে ইশরাকের নামায পর্যন্ত এবং আসর নামাযের পর হতে মাগরিব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকবে।

১০. শবে কদরের পাঁচটি রাতেই জাগ্রত হয়ে ইবাদত করার চেষ্টা করবে। আর মুনাজাতে মকবূলের এক মনযিল করে প্রতিদিন পড়ে নিবে। কেননা এটি কুরআন ও হাদীসের বহু উত্তম দু'আর সমাহার বিধায় এর বিশেষ ফযীলত রয়েছে।

১১. ই'তিকাফের স্থানে পর্দা টানানো ও না-টানানো উভয়টাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত। তবে পর্দা টানানোর দ্বারা যদি লৌকিকতাও দাম্ভিকতা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার

আশংকা হয়, তা হলে পর্দা টানাবে না আর যদি এসবের আশংকা না থাকে, তবে একাগ্রতার জন্য পর্দা টানিয়ে নেওয়া উত্তম। অবশ্য ফরয নামাযের জামাতের সময় পর্দা পড়ে থাকার দ্বারা জমা'আতের মধ্যে ফাঁকা থেকে যাওয়ার আশংকা হলে পর্দা উঠিয়ে ফেলা উচিত। এমনকি বিছানাপত্র এবং মালামাল ও উঠিয়ে নেওয়া চাই।

১২. যথাসম্ভব নিজের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ এমনকি অন্য কোনোভাবে মসজিদে অবস্থানকারী অপর ই'তিকাফকারী ও নামাযীদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

(আলমগীরী ও ফাতহুল কাদীর)

ই'তিকাফে অনুমোদিত বিষয়সমূহ

যেসব বিষয় ই'তিকাফকারীর জন্য ই'তিকাফ অবস্থায় করা বৈধ :

১. ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে খানাপিনা করা, তথায় ঘুমানো, উঠা-বসা, বিশ্রাম ইত্যাদি করা বৈধ। (রদ্দুল মুহতার)

২. নিজের সন্তান-সন্তুতি সংশ্লিষ্ট কথাবার্তা কিংবা প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা ও বলা জায়েয।

৩. ই'তিকাফকারী খানাপিনার সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ এবং প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী সাথে রাখতে পারবে। তবে এগুলো এ পরিমাণ রাখা যাবে না, যাতে দোকানের সাদৃশ্য হয়ে যায় কিংবা মুসল্লীদের জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে তাদের কষ্ট হওয়ার আশংকা হয়। এমনিভাবে অধ্যয়নের জন্য দ্বীনী পুস্তকাদিও রাখতে পারে। (রদ্দুল মুহতার)

৪. খাদ্যদ্রব্য কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করার প্রয়োজন হলে উক্ত বস্তু দেখার জন্য মসজিদে আনাতে পারে যেন নষ্ট না পড়ে এবং ধোঁকা না খায় (রদ্দুল মুহতার)

৫. ই'তিকাফকারীর জন্য সংক্ষিপ্ত বিছানাপত্র, খানা খাওয়ার পাত্র, পানি পানের ও হাত ধোয়ার জন্য ও পাত্র রাখার অনুমতি রয়েছে।

(রদ্দুল মুহতার)

৬. ই'তিকাফকারী ব্যবসায়ী কিংবা কারখানার মালিক হলে স্থলাভিষিক্ত ও অধিনস্তদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিতে পারবে। এবং এ সংক্রান্ত বিষয়াবলী জিজ্ঞাসাও করতে পারবে। কোনো ক্রেতার সাথে প্রয়োজনীয়

কথাবার্তা বলতে হলে, যতটুকু প্রয়োজন লেন-দেন ও পণ্য হস্তান্তর সংক্রান্ত কথাবার্তা বলার সুযোগ রয়েছে। (বাদায়ে)

৭. ই'তিকাফকারী পোষাক পরিবর্তন ও সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। মাথা এবং দাঁড়িতে তেল লাগানো, চিরুনী করা এসব জায়েয।(বাদায়ে)

৮. ই'তিকাফ অবস্থায় ই'তিকাফকারী নিজের অথবা অন্যের বিয়ে করতে পারে। স্ত্রীকে পূর্বে তালাক রাজ'ঈ প্রদান করে থাকলে মৌখিকভাবে রুজু করতে পারবে। (বাদায়ে)

৯. ই'তিকাফকারী নিজ মাথা, দাঁড়ি, কিংবা শরীরের কোনো অংশ ধৌত করতে চাইলে অথবা কুলি করলে ব্যবহৃত পানি এবং চুল ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ যাতে ময়লাযুক্ত না হয়ে যায় এ দিকে বিশেষ সতর্ক থাকা চাই। তেল ব্যবহারে মসজিদের দেয়াল, সফ এবং মেঝে ইত্যাদি কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারবে না। এরূপ হলে তা ব্যবহার করা যাবে না। (বাদায়ে)

১০. ই'তিকাফকারী যদি আরামের উদ্দেশ্যে কিংবা স্বভাবজাত অভ্যাসের কারণে বিনা প্রয়োজনে কথা না বলে চুপ থাকে, তবে তা জায়েয এবং উত্তমও বটে।

১১. ই'তিকাফ অবস্থায় দ্বীনী কথাবার্তা বলা সাওয়াবের কাজ। এবং এমন সব কথা বলা বৈধ, যাতে কোনো গুনাহ নেই। প্রয়োজনে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলতেও নিষেধ নেই। তবে কথাবার্তার আসর বানানো যাবে না। (হাশিয়ায়ে শরমবুলালী)

১২. ই'তিকাফকরীর জন্য নখকাটা, মোচ খাটো করা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদির অনুমতি রয়েছে। তবে মসজিদে কোনোভাবেই যাতে নখ, ময়লাযুক্ত পানি, চুল ইত্যাদি না পড়ে, সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। (ফাতহুল বারী)

ব্যাখ্যা : এ সব বিষয় ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি ধারাবাহিক এক মাস বা ততোধিক সময়ের ই'তিকাফ করেন। নচেৎ দশ দিন ই'তিকাফকারীর জন্য এ সব বিষয়ে লিপ্ত হওয়া উত্তম নয়। এগুলো ই'তিকাফের পরেও করতে পারবে। ই'তিকাফ অবস্থায় বাচ্চাদেরকে মসজিদে পারিশ্রমিক বিহীন, কুরআন শরীফ ও দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করা যাবে। (আল বাহরুর রায়েক)

ই'তিকাফকারীর নিকট মহিলাদের আসা-যাওয়া

ই'তিকাফকালীন সময়ে ই'তিকাফকারীর কাছে বিশেষ প্রয়োজনে তার স্ত্রী অথবা মাহরাম মহিলারা (যেমন : মাতা, মেয়ে, বোন প্রমূখ) মসজিদে আসতে পারবে। তবে পর্দার সাথে আসবে এবং নামাযের সময় আসবে না।

যদি স্ত্রী কিংবা অন্য কোনো মাহরাম মহিলা আসে, এদিকে অন্য কেউ তা দেখে ফেলে, এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার এবং তার মধ্যকার সম্পর্কটা পরিষ্কার করে দেওয়া চাই। যেমন : সে আমার স্ত্রী ইত্যাদি। যাতে করে অপর ব্যক্তি খারাপ ধারণা না করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ধরনের আমল প্রমাণিত।

ই'তিকাফের মাকরূহসমূহ

ই'তিকাফে কিছু বিষয় মাকরূহ এবং নিষিদ্ধ। আবার কিছু বিষয় না জায়েয ও হারাম। এ সব থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

মাসআলা : ই'তিকাফকারী ই'তিকাফ অবস্থায় জেনে শুনে কিংবা ভুল বশত রাতে বা দিনে মসজিদে কিংবা ঘরে, স্ত্রী সহবাস করা, চুমু খাওয়া অথবা উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা হারাম।

টীকা : উক্ত কাজগুলো দ্বারা ই'তিকাফ ভাঙ্গবে কি না? এ সংক্রান্ত মাসায়েল ই'তিকাফ ভঙ্গের কারণসমূহের অধ্যায়ে উল্লেখ করব, যার আলোচনা সামনে আসছে।

মাসআলা : কিছু কাজ সর্বাবস্থায় হারাম বিশেষ করে ই'তিকাফের সময় আরো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। যেমন : গীবত করা, পরনিন্দা, অপবাদ দেওয়া, ঝগড়া-বিবাদ করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা শপথ করা, মিথ্যারোপ করা, অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া। কারো ছিদ্রান্বেষণ করা, কাউকে অপমানিত করা, অহঙ্কার এবং প্রতারণামূলক কথা বলা, লৌকিকতা ইত্যাদি। এগুলো এবং এ জাতীয় কার্যকলাপ থেকে বিশেষভাবে বিরত থাকতে হবে। (ফাতাওয়া শামী)

মাসআলা : যেসব বিষয় বৈধ এবং তা করার মধ্যে সাওয়াব বা গুনাহ নেই, প্রয়োজনে এ জাতীয় কাজ করার অনুমতি আছে। বিনা প্রয়োজনে মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলার দ্বারা নেকী গুলো নষ্ট হয়ে যায়।

(আদ্দুররুল মুখতার)

মাসআলা : ই'তিকাফকারীর জন্য বিনা প্রয়োজনে মুবাহ কথা বলার জন্য কউকে ডাকা ও কথা বলা মাকরূহ। আর বিশেষভাবে এ উদ্দেশ্যে আসর জমানো জায়েয নেই।

ই'তিকাফকারীর সংবাদপত্র পড়া

মাসআলা : ই'তিকাফ অবস্থায় ই'তিকাফকারীর জন্য এমন সব বই পুস্তক চটি বই ইত্যাদি পড়া না জায়েয, যেগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কিচ্ছা, কাহিনী সম্বলিত, বস্তুবাদ ও নাস্তিকতাপূর্ণ বিষয়বস্তু এবং ইসলাম বিরোধী সংকলন। অশ্লীল উপন্যাস এমনকি সংবাদপত্র পড়া ও শুনা। কেননা সংবাপত্রগুলো সাধরণত ছবিমুক্ত নয়। আর মসজিদে ছবি আনা জায়েয নেই। এজন্য এসব বিষয় থেকে মু'তাকিফকে বেঁচে থাকতে হবে এবং যে উদ্দেশ্যে ই'তিকাফ করছে, তাতে লিপ্ত হবে।

(এতেকাফ কে ফাযায়েল ওয়া মাসায়েল)

মাসআলা : ইবাদত মনে করে একেবারেই চুপ থাকা ই'তিকাফকারীর জন্য মাকরূহে তাহরীমী। তবে ইবাদত হিসেবে না করলে মাকরূহ নয়।

(আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা :ব্যবসায়িক অথবা অব্যবসায়িক পণ্য মসজিদে এনে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। এমনিভাবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কথাবার্তা বলা ও মাকরূহ।

(আদদুররুল মুখতার, আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : ই'তিকাফ কারীর জন্য ই'তিকাফ অবস্থায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মসজিদে কোনো কাজ করা বৈধ নয়। চাই তা দ্বীনী তা'লীম হোক কিংবা দ্বীন-দুনিয়ার অন্য কোনো কাজ হোক। (আলআশবাহ ও শামী)

ই'তিকাফ ভঙ্গের কারণসমূহ

এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো করার দ্বারা ওয়াজিব এবং সুন্নাত ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায়। এ পর্যায়ে ঐ সবের আলোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ গুলো নফল ই'তিকাফের হুকুম নয়। বরং তা নফল ই'তিকাফের বর্ণনায় আসবে।

মাসআলা : ই'তিকাফকারীর জন্য শর'ঈ এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া দিনে বা রাতে কখনোই নিজ ই'তিকাফকৃত মসজিদ ত্যাগ করা জায়েয নেই বরং সর্বদা ই'তিকাফের স্থানেই থাকবে। (আলমগীরী)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী শর'ঈ ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া এক মিনিটের জন্য ও যদি ই'তিকাফস্থল (মসজিদ) থেকে বাহিরে আসে, তবে হযরত ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে তার ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (আলমগীরী)

মাসআলা : শরঈ ও প্রাকৃতিক ওযর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলবশত মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (আলমগীরী)

মাসআলা : ই'তিকাফকারীর আত্মীয় স্বজন কেউ কঠিনভাবে রোগাক্রান্ত হলে কিংবা কেউ মারা গেলে ই'তিকাফকারীর চলে যাওয়ার দ্বারা ই'তিকাফ অবশিষ্ট থাকবে না। তবে উক্ত অবস্থায় চলে গেলে গুনাহ হবে না।

অবশ্য! ই'তিকাফকারী ছাড়া যদি উক্ত রোগীর শুশ্রূষার জন্য আর কেউ না থাকে, এদিকে রোগীর ব্যাপক কষ্ট ও প্রাণনাশের আশংকা হয়, তবে ই'তিকাফকারী ই'তিকাফ ছেড়ে চলে আসবে এবং পরবর্তীতে এর কাযা করে নিবে।

এমনিভাবে মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফন-দাফন দেওয়ার মত কেউ না থাকলে ই'তিকাফকারী, ই'তিকাফ ছেড়ে চলে আসবে পরবর্তীতে এর কাযা করে নিবে। (আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফন দেওয়ার জন্য, জানাযা নামায পড়ার কিংবা পড়ানোর জন্য, মৃত ব্যক্তিকে কাঁধে বহন ও দাফনে অংশগ্রহণ করার জন্য ই'তিকাফকারী বেরিয়ে পড়লে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী তার ই'তিকাফ ভেঙ্গে দিবে

না। হ্যাঁ, ই'তিকাফকারী ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা না হলে নির্দ্বিধায় চলে যাবে এবং পরবর্তীতে কাযা করে নিবে। (আলমগীরী)

মাসআলা : শর'ঈ অথবা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে আসার পর কোনো ঋণদাতা অথবা অন্য কেউ তাকে আটক করে ফেললে সেও যদি থেমে যায়, তবে ইমাম আযম আবূ হানিফা রহ.-এর নিকট তার ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। এ জন্য ই'তিকাফকারীর উচিত হলো হাঁটতে হাঁটতেই তার জবাব দিয়ে দিবে অথবা মসজিদে আসার জন্য বলবে। এক মিনিটের জন্যও দাঁড়িয়ে গেলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (আলমগীরী)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী নিজেই অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে মসজিদে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়লে ঘরে চলে যেতে পারবে। চলে যাওয়ার দ্বারা ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে, তবে গুনাহগার হবে না।
(আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : ই'তিকাফকারীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষতির আশংকা হলে এবং ই'তিকাফ অবস্থায় তা প্রতিহত করা সক্ষম না হলে বাড়ী চলে যেতে পারবে। এতে গুনাহগার হবে না, কিন্তু ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে।
(আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : কোনো শাসক কিংবা অন্য কেউ জোরপূর্বক ই'তিকাফ কারীকে মসজিদের বাইরে নিয়ে গেলে, যেমন : সরকারী গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হলে কিংবা ঋণদাতা জোরপূর্বক টেনে-হেঁচড়ে বের করে নিলে ই'তিকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে তবে ই'তিকাফকারী গুনাহগার হবে না।
(কাযী খান)

মাসআলা : মসজিদ বিধ্বস্ত হতে শুরু করলে ই'তিকাফকারী যদি ধ্বসে যাওয়ার ভয় করে অথবা কোনো বাচ্চা বা মানুষ পানির কূপে পড়ে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে কিংবা কেউ আগুনে পড়লে অথবা আগুনে পড়ার উপক্রম হলে ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া গুনাহ নয় বরং জীবন রক্ষার্থে বেরিয়ে পড়া ওয়াজিব। তবে ই'তিকাফ অবশিষ্ট থাকবে না। (ইলমুল ফিকহ)

একটি দিক নির্দেশনা

উপরোক্ত মাসআলা সমূহে ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে নিজের ঘনিষ্ট এবং অভিজ্ঞ কোনো শুভাকাঙ্খীর সাথে পরামর্শ করে

নিবে। নিজে মসজিদ থেকে বের না হয়েই যদি কাজ সমাধা করা যায়, তা হলে রেব হবে না। আর সামান্য ক্ষতির ভয়ে ঘাবড়িয়ে গিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়াও ঠিক হবে না। অবশ্য, বাস্তবেই যদি সীমাহীন কষ্ট এবং কঠিন ঝুঁকির আশংকা হয়, তবে ই'তিকাফ ভেঙ্গে দেওয়া উচিত।

মাসআলা : ই'তিকাফকারী ই'তিকাফের কথা ভুলে গিয়ে মসজিদের বাইরে চলে আসার পর তৎক্ষনাৎ ই'তিকাফের কথা স্মরণ আসুক কিংবা বিলম্বে আসুক সর্বাবস্থায় ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। তবে গুনাহগার হবে না (কাযী খান)

মাসআলা : ই'তিকাফ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে-শুনে কিংবা ভুলবশত দিনে অথবা রাতে স্ত্রী সহবাস করলে বীর্যপাত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (কাযী খান)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী আপন স্ত্রীর লজ্জাস্থান ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করলে, কিংবা চুমু ইত্যাদি খেলে যদি বীর্যপাত হয়। তবে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। অন্যথায় ভাঙ্গবে না। (কাযী খান)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী কোনো বেগানা মহিলা কিংবা কোনো পুরুষের প্রতি কু-দৃষ্টি দিলে অথবা অশ্লীল চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লে বীর্যপাত হোক বা না হোক ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। (কাযীখান)

যেহেতু এসব কাজ এমনিতেই হারাম, তাই ই'তিকাফকারীর জন্য এগুলো কঠিনভাবে বর্জন করা আবশ্যক।

মাসআলা : ই'তিকাফকারী কারো সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হলে এবং আল্লাহ না করুন গালা-গালি করলে ই'তিকাফ ভাঙ্গবে না, তবে এতে গুনাহগার হবে। (ফাতাওয়া কাযীখান)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী মসজিদে অবস্থান করে মাথা কিংবা হাত মসজিদের বাইরে দিলে ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। (কাযীখান)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী থুথু ফেলা, নাক পরিস্কার করা, খানার আগে-পরে হাত ধোয়া এবং কুলি ইত্যাদি করার জন্য মসজিদের বাইরে যাবে না। ওযুখানা মসজিদের বাইরে হলে এগুলোর জন্যও মসজিদের বাইরে যাবে না বরং পিকদান বা কোনো পাত্রে সামান্য বালি বা মাটি রেখে দিয়ে তথায় থুথু ফেলবে ও নাক পরিস্কার করবে। এমনিভাবে পিকদান

কিংবা কোনো পাত্রে হাত ধুয়ে নিবে। অথবা অযুখানার ড্রেনে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন উভয় পা মসজিদে থাকে আর মাথার অংশ বাইরে থাকে এবং থুথু, শ্লেষ্মা ইত্যাদি ড্রেনে পড়ে যায়। কেননা মসজিদে অবস্থান করে মাথা, হাত ইত্যাদি মসজিদের বাইরে নিতে পারে। (আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী গরম থেকে বাঁচার জন্য কিংবা ঠাণ্ডা নিবারণে রোদের তাপ গ্রহণের জন্য মসজিদের বাইরে গেলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : ই'তিকাফকারীর জন্য খানা আনানোর ব্যবস্থা করা চাই। ঘর থেকে কেউ খানা আনুক অথবা হোটেলের মালিককে বলে দেওয়া হোক যে, সময়মত তার কর্মচারী খানা পৌছিয়ে দিবে। এরকম ব্যবস্থা হয়ে গেলে ই'তিকাফকারীর জন্য খানা আনার উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া বৈধ হয়। চলে গেলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী চেষ্টা করেও যদি খানা আনার জন্য কাউকে ব্যবস্থা করতে না পারে, তা হলে স্বয়ং নিজে গিয়েই বাড়ী, হোটেল কিংবা উনুন থেকে খানা আনতে পারবে। তবে বিনা প্রয়োজনে তথায় অবস্থান করবে না। হোটেলের মালিককে অন্তত এতটুকু বলে দিবে যে অমুক সময়ে খানা নিতে আসব, যাতে করে তারা বিশেষভাবে খেয়াল রাখে এবং সবার পূর্বে তাকে ফারেগ করে দেয়। আর খানা সূর্যাস্তের সময় আনবে। সূর্যাস্তের পূর্বে কখনো যাবে না, কেননা সূর্যাস্তের পূর্বে প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয় না। এরপর (সূর্যাস্তের) সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত যেতে পারবে। সাহরীর পর যেতে পারবে না। আর খানা মসজিদে খাওয়া জরুরি।

(আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি ই'তিকাফকারীর খানা আনতে গিয়ে অতিরিক্ত তামাশা করলে। এক্ষেত্রে ই'তিকাফকারী নিজে গিয়েই খানা আনতে পারবে। তদ্রূপ খানা আনার জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক চাইলেও ই'তিকাফ কারী নিজে গিয়েই খানা আনতে পারবে। (রূহুল বুহূর)

মাসআলা : ই'তিকাফকারীর প্রচণ্ড পানির পিপাসা হলে এবং মসজিদে পানি না থাকলে আর পানি আনানোর মতো কাউকে না পাওয়া গেলে ই'তিকাফকারী যেখানে গেলে খুব তাড়াতাড়ি পানি পেতে পারে সেখানে

গিয়ে পানি আনতে পারবে। মসজিদে পানির পাত্র না থাকলে সেখানে বসেই পানি পান করে আসতে পারবে। গরমের মৌসুমে ই'তিকাফকারী এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। (আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : যদি ই'তিকাফকারী দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে দেয় তবে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে ই'তিকাফও ভেঙ্গে যাবে। আর ভুলবশত খাওয়ার দ্বারা যেহেতু রোযা ভাঙ্গে না, তাই ই'তিকাফও ভাঙ্গবে না। (আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী ঔষধ আনার জন্য বাইরে গেলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। ঔষধ অন্য কারো মাধ্যমে আনাতে হবে এবং ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হলে মসজিদে এনে দেখাবে। (ই'তিকাফকে ফাযায়েল ওয়া মাসয়েল)

মাসআলা : ই'তিকাফকারীর স্বপ্নদোষ হলে ই'তিকাফ ভাঙ্গবে না। দিনে হোক বা রাতে হোক। (আলমগীরী)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী কারো মাল চুরি করলে কিংবা মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো বস্তু খেয়ে ফেললে ই'তিকাফ ভাঙ্গবে না। তবে গুনাহগার হবে। (আলমগীরী)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী বেহুশ হলে, বিকৃত-মস্তিস্ক হলে, পাগল হয়ে গেলে কিংবা জ্বিন ভুতের প্রভাবে বিবেকহীন হয়ে এক দিন এক রাত বা তার চেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বিরতি হলে অর্থাৎ সুস্থ হয়ে গেলে ই'তিকাফের ধারাবাহিকতা বাকী না থাকার কারণে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। আর যদি এক দিন একরাত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই হুশ ফিরে আসে, তবে ই'তিকাফ ভাঙ্গবে না। (আলমগীরী)

ই'তিকাফকারী যে সব প্রয়োজনের সম্মুখীন হতে পারে

ই'তিকাফকারী যে সব প্রয়োজনে ই'তিকাফস্থল ত্যাগ করতে পারে সেগুলোকে ফুকাহায়ে কেরাম তিনভাগে বর্ণনা করেছেন।

১. শরঈ প্রয়োজন। ২. প্রাকৃতিক প্রয়োজন। ৩. বিশেষ প্রয়োজন।

তিন প্রকারের প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট মাসায়েল ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হল–

ই'তিকাফ অবস্থায় শর'ঈ প্রয়োজন সংক্রান্ত মাসায়েল

শরঈ প্রয়োজনের সংজ্ঞা : যে সব কাজ করা শরী'অত ফরয বা ওয়াজিব করেছে আর ই'তিকাফ স্থলে থেকে ঐ সব কাজ আদায় করা না গেলে তাকে শর'ঈ প্রয়োজন বলা হয়। যেমন : জুমু'আ ও দুই ঈদের নামায ইত্যাদি। (আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : ই'তিকাফকারীর মসজিদে যদি জুমু'আর নামায না হয় তবে জামে মসজিদের উদ্দেশ্যে ঠিক এতটুকু সময় হাতে নিয়ে বের হওয়া উচিত যে সময়ে, খুতবার পূর্বে দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং চার রাকাত কাবলাল জুমু'আ সুন্নাত নামায ধীরস্থির চিত্তে আদায় করে নিতে পারে, আর এ বিষয়ের অনুমান ই'তিকাফকারীর উপর-ই ন্যাস্ত করা হয়েছে। আনুমানিক সময়ে কম-বেশি হলে কোনো সমস্যা নেই।

জুমু'আর ফরয আদায় করার পর ছয় রাকা'আত সুন্নাত-নফল পড়ে নিজ ই'তিকাফস্থল মসজিদে চলে আসতে হবে। (আদ্দুররুল মুখতার)

মাসআলা : জুমু'আর সুন্নাতগুলো আদায় করার পর জামে মসজিদে কিছু সময় অবস্থান করা জায়েয আছে। তবে এরূপ করা মাকরূহে তানযীহী। কেননা যে মসজিদে ই'তিকাফ করা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে তার সাথে এক ধরনের বিরোধিতা প্রমাণিত হয়। (আদ্দুররুল মুখতর)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী জামে মসজিদে জুমু'আ আদায় করতে গিয়ে তথায় যদি এক দিন একরাত বা তার কম বেশি সময় অবস্থান করে অথবা অবশিষ্ট ই'তিকাফ তথায় পুরা করতে থাকে, তবে তা জায়েয আছে। এতে ই'তিকাফ ভাঙ্গবে না। অবশ্য এরূপ করা মাকরূহ। (বাদায়ে)

মাসআলা : ই'তিকাফকারীর কোনো কারণ বশত নিজ মসজিদের জামা'আত ছুটে গেলে (যেমন : পেশাব পায়খানার জন্য বাইরে গেল, মসজিদে এসে দেখে জামা'আত শেষ হয়ে গেছে, এ ক্ষেত্রে) জামা'আতের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো মসজিদে যাওয়া বৈধ হবে না।

মাসআলা : ই'তিকাফকারী প্রাকৃতিক কোনো প্রয়োজন যেমন পায়খানা-পেশাবের জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়ার পর যদি এরূপ ধারণা হয় যে

আপন ই'তিকাফ স্থল মসজিদে গিয়ে জামা'আত পাওয়া যাবে না, এ দিকে পথিমধ্যে কোনো মসজিদে জামা'আত হচেছ কিংবা জামা'আত প্রস্তুত রয়েছে তবে এক্ষেত্রে পথের ঐ মসজিদে জামা'আতে নামায পড়ে তৎক্ষনাত ই'তিকাফস্থলে ফিরে আসা জায়েয আছে। (রদ্দুল মুহতার)

একটি মূলনীতি

ই'তিকাফকারী প্রাকৃতিক কিংবা শরঈ কোনো প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মসজিদের বাইরে আসলে যাওয়া-আসার পথে কোনো ইবাদত আদায় করে নিতে পারে। যেমন : রাস্তায় কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে তার শুশ্রূষা করা, অথবা জানাযা নামায প্রস্তুত থাকলে তাতে শরীক হওয়া। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এগুলোই ইবাদত। তবে নিছক এগুলোকে উদ্দেশ্য করে মসজিদ থেকে বের হওয়া (যেমন, শুশ্রূষা কিংবা জানাযার উদ্দেশ্যে) বৈধ নয়। উভয় অবস্থার মাঝে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। ভালোভাবে বুঝে নেওয়া চাই।

এ কাজগুলোর উদ্দেশ্যেই মসজিদ থেকে বাইরে আসা জায়েয নেই; কিন্তু শরঈ বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হওয়ার পর পথিমধ্যে এ কাজগুলো সামনে এসে পড়লে তা করা সহীহ আছে। (রদ্দুল মুহতর)

মাসআলা : দুই ঈদের দিন ই'তিকাফ করা গুনাহ। যদি কেউ ই'তিকাফ করেই বসে, তবে জুমু'আর নামাযের মতো ঈদের নামাযের জন্যও মসজিদ ত্যাগ করা যাবে এবং ঈদের নামায শেষান্তে তড়িৎ মসজিদে ফিরে আসা কর্তব্য। আর ঈদের নামাযের জন্য যাওয়া শর'ঈ প্রয়োজনেরই অন্তর্ভুক্ত।
(আদ্দুররুল মুখতার)

ই'তিকাফকারীর আযান দেওয়া সংক্রান্ত মাসায়েল

মাসআলা : আযানের স্থান যদি মসজিদের অভ্যন্তরে হয় (যেমন : মিনার, মিহরাব ইত্যাদি,) তবে ই'তিকাফকারী মু'আযযিন হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হোক কিংবা নিয়োগপ্রাপ্ত না হোক, আযান দেওয়ার জন্য উক্ত স্থানে যাওয়া নিঃসন্দেহে বৈধ। এমনিভাবে আযানের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যেমন খানা-পিনা কিংবা শোয়ার জন্যও উক্ত স্থানে যেতে পারবে। (বাদায়ে)

মাসআলা : আযানের স্থান যদি কোনো কামরা বা মেহরাবের পার্শ্বে স্বতন্ত্র কোনো স্থানে হয়, যা মসজিদের বাইরে আর এর দরজা মসজিদের ভিতর দিয়েই থাকে, তবে ই'তিকাফকারী মুয়ায্যিন হোক বা অন্য কেউ হোক আযানের উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে তথায় যেতে পারবে। (শামী : ৩/৪৩৬)

মাসআলা : আযানের স্থান যেমন : মিনার, কামরা ইত্যাদি যদি মসজিদের বাইরে হয়, এবং সেখানে যাওয়ার দরজা এবং রাস্তাও মসজিদের বাইরে দিয়ে হয়, তবে ই'তিকাফকারী মু'আযযিন হোক বা অন্য কেউ শুধুমাত্র আযান দেওয়ার জন্য তথায় যেতে পারবে। আযান ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে (যেমন : খানা খাওয়া, শোয়া, বসা কিংবা বাতাস গ্রহণের জন্য) তথায় যাওয়া জায়েয নেই। চাই ই'তিকাফকারী মুয়ায্যিন হোক বা অন্য কেউ হোক। আর মুয়ায্যিনও আযান দিয়ে তড়িৎ ফিরে আসবে। (শামী)

মাসআলা : মিনার ইত্যাদিতে যাওয়া সংক্রান্ত যে মাসআলাগুলো উপরে লেখা হয়েছে এবং তাতে যে সব বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তা সুন্নাত ও ওয়াজিব ই'তিকাফ সংক্রান্ত বিধি-বিধান।

মাসআলা : নফল ই'তিকাফকারী উপরোক্ত স্থানসমূহে সর্বাবস্থায়ই যেতে পারবে। (আলমগীরী)

ই'তিকাফ অবস্থায় প্রাকৃতিক প্রয়োজন সংক্রান্ত মাসায়েল

হাজতে তবঈয়্যার সংজ্ঞা : যে সব কাজ করতে মানুষ বাধ্য হয়ে পড়ে কিন্তু মসজিদে অবস্থানরত অবস্থায় করা যায় না। এগুলোকে প্রাকৃতিক প্রয়োজন বলে। যেমন : পায়খানা, পেশাব, ফরয গোসল ইত্যাদি।

মাসআলা : প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হলে, মসজিদের খুব নিকটবর্তী কোথাও গিয়ে তা পূরণের চেষ্টা করবে। যেমন : ই'তিকাফকারীর বাড়ীর তুলনায় তার অন্তরঙ্গ কোনো বন্ধুর বাড়ী মসজিদের নিকটবর্তী হলে অথবা ই'তিকাফকারীর দুই বাড়ীর মধ্যে একটা নিকটে অপরটা দূরে হলে। অথবা মসজিদের পাশে সরকারি টয়লেট

বানানো আছে। অথবা মসজিদের নিকটেই বাথরুম বানানো রয়েছে এ সকল ক্ষেত্রে মসজিদের অতি নিকটের বাথরুমে গিয়ে নিজ প্রয়োজন পুরা করবে। তবে যদি নিকটবর্তী বাথরুমে যেতে রুচি না হয় এবং তথায় যাওয়ার দ্বারা প্রয়োজন পুরা না হয়, চাই তা স্বভাবগত কারণে কিংবা অন্য মানুষের কষ্টের কারণে হোক। গোপনীয়তা অবলম্বনের জন্য কিংবা অন্য কোনো অসুবিধা হলে যেখানে গেলে উপরোক্ত অসুবিধা থেকে মুক্ত থাকা যায়, সেখানে যাওয়া বৈধ আছে। (শামী)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী প্রয়োজন সেরে তাড়াতাড়ী মসজিদে চলে আসবে, বিনা কারণে ঘরে অবস্থান করা বৈধ নয়।

মাসআলা : ই'তিকাফকারীর বায়ু নির্গত হওয়ার উপক্রম হলে যদি সম্ভব হয় মসজিদের বাইরে এসে নির্গত করবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মসজিদে যদি বায়ু নির্গত হয়ে গেলে কোনো অসুবিধা নেই। এক্ষেত্রে তাকে মা'যূর বলে বিবেচনা করা হবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া)

মাসআলা : ই'তিকাফকারী যখন শরঈ ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হবে, তখন তার অভ্যাসগত নিয়মে চলবে। দ্রুতভাবে চলা আবশ্যক নয়। বরং কিছুটা হাল্কা গতিতে চলবে যাতে সালাম বিনিময় সহজ হয়। অনেক সময় এমন হয় যে, উক্ত ব্যক্তির ই'তিকাফ সম্পর্কে না জানার কারণে কেউ তাকে বিলম্ব করাতে চায়, অথবা কারো কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, এ ক্ষেত্রে না দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসব কাজ করে নিবে। তবে চলার গতি থামিয়ে ফেললে কিংবা কেউ গতিরোধ করার কারণে যদি এক মিনিট পরিমাণ সময়ও বিলম্ব করে, তবে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। এ জন্য হাল্কা গতিতে চলা উত্তম। অবশ্য যেকোনো গতিতেই চলা বৈধ। (বাদায়ে)

মাসআলা : ওযুর দুটি জায়গার একটি নিকটে এবং অপরটি কিছুটা দূরে হলে নিকটবর্তী ওযুখানায় যাওয়া উত্তম। তবে কোনো অসুবিধা থাকলে দূরেরটিতেও যাওয়া যাবে। এমনিভাবে পেশাবখানা, পায়খানা এবং গোসলখানার ক্ষেত্রে নিকটবর্তীটাতে যেতে যদি কোনো অসুবিধা না থাকে, তবে বিনা প্রয়োজনে দূরবর্তীটাতে যাবে না। (শামী)

ই'তিকাফ অবস্থায় আকস্মিক কোনো প্রয়োজন এসে পড়লে

হাজতে জরুরীয়্যাহ এর সংজ্ঞা

ই'তিকাফকারীর আকস্মিক এমন কোনো প্রয়োজন এসে যাওয়া, যার জন্য ই'তিকাফস্থল ত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, এ জাতীয় প্রয়োজনকে হাজতে জরুরীয়্যাহ বলা হয়। (মারাকিউল ফালাহ)

যেমন : মসজিদ বিধ্বস্ত হতে আরম্ভ করলে আর ই'তিকাফকারী ধ্বসে যাওয়ার আশংকা ও ঝুঁকি হলে অথবা কোনো অত্যাচারী শাসক গ্রেফতার করার জন্য এসে গেলে কিংবা এমন কোনো সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়লে যা ই'তিকাফকারীর উপর শরী'অতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। যেমন বাদীর ন্যায় সঙ্গত অধিকার তার সাক্ষ্য প্রদানের উপর মওকুফ থাকে এবং অন্য কোনো সাক্ষী না থাকলে উক্ত অবস্থায় ই'তিকাফকারী সাক্ষ্য না দিলে বাদীর অধিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে।

এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি বা বাচ্চা পানিতে পড়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে, আগুনে পুড়ে গেলে বা মারাত্মক ঝুঁকির আশঙ্কা হলে অথবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে, অথবা পরিবারের কারো জান-মাল, ইজ্জতের ক্ষতির আশঙ্কা হলে কিংবা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলে অথবা জানাযা উপস্থিত হলে এবং জানাযা নামায পড়ানোর মত কেউ না থাকলে অথবা জিহাদের হুকুম হয়ে গেলে এবং তা ফরযে আইন পর্যায়ে পৌছলে বা কেউ জোরপূর্বক হাত ধরে বের করে দিলে কিংবা জামা'আতের মুসল্লিরা চলে যাওয়ার কারণে মসজিদে জামা'আতের ব্যবস্থা না থাকলে এ জাতীয় সকল প্রয়োজনকে হাজতে জরুরীয়্যাহ বলা হয়।

অধিকাংশ অবস্থায় ই'তিকাফ ছেড়ে দেওয়া ফরয অথবা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং ই'তিকাফ ছাড়ার দ্বারা গুনাহ ও হয় না। বাকী রইল এ জাতীয় ক্ষেত্রে ই'তিকাফ ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে কি না? এ সংক্রান্ত বিধ-বিধান ই'তিকাফ ভঙ্গের কারণসমূহের আলোচনায় গত হয়েছে। তথায় দেখে নিবে।

ই'তিকাফের স্থান সংশ্লিষ্ট মাসায়েল

নিম্ন বর্ণিত মাসআলাগুলো কেবল পুরুষদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। মহিলাদের যেসব বিশেষ মাসআলা মাসায়েল রয়েছে, তা ওলামায়েদ্বীন থেকে জিজ্ঞাসা করে নিবে।

ই'তিকাফকারী ই'তিকাফে বসার-পূর্বে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে, সে (ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব) তিন প্রকারের ই'তিকাফ থেকে কোনটি করতে চায় এবং যে মসজিদে ই'তিকাফে বসতে চায়, ঐ মসজিদে এ প্রকারের ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে কি না?

মাসআলা : সুন্নাত এবং ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য এমন মসজিদ হওয়া জরুরি যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত জামা'আতের সাথে হয়। (বাদায়ে)

মাসআলা : যে মসজিদে তিন-চার ওয়াক্ত নামায নিয়মিত জামা'আতের সাথে হয়, কোনো এক ওয়াক্ত জামা'আতের সাথে হয় না। এ জাতীয় মসজিদে ওয়াজিব ও সুন্নাত ই'তিকাফ হবে না। শুধুমাত্র নফল ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে। (বাদায়ে)

মাসআলা : পুরুষের জন্য যে কোনো প্রকারের ই'তিকাফ আদায় করতে মসজিদে যাওয়া আবশ্যক। ঘরে ই'তিকাফ করলে পুরুষের ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। (বাদায়ে)

ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদের সীমানা

মাসআলা : মসজিদের ছাদ মসজিদের হুকুমে। এ জন্য ই'তিকাফকারী মসজিদের ছাদে আসা যাওয়া করতে পারবে। শর্ত হলো সিঁড়ি মসজিদের ভিতরে হতে হবে। আর যদি সিঁড়ি মসজিদের বাহিরে হয়, তবে সিঁড়িতে যাওয়া জায়েয হবে না। অবশ্য ই'তিকাফে বসার সময় যদি এই সিঁড়ি দিয়ে মসজিদের ছাদে উঠার নিয়ত করে নেয়, তবে এই সিঁড়ি দিয়ে ই'তিকাফকারী ছাদে উঠতে পারবে। এতে তার ই'তিকাফ ভাঙ্গবে না। (আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : মসজিদের গোটা সীমানাকেই সাধারণত মসজিদই বলা হয়। কিন্তু ই'তিকাফের বর্ণনায় যেখানে মসজিদ শব্দ আসে এর দ্বারা ঐ স্থানই উদ্দেশ্য হয়, যেখান পর্যন্ত সিজদা করা এবং নামায পড়ার জন্য

নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ মসজিদের ভিতরের অংশ, বারান্দা এবং আঙ্গিনা। এটাকে এভাবেও বুঝে নেওয়া যায় অর্থাৎ মসজিদের যে স্থানে কেউ ওযু করে না, জুনুবী অবস্থায় যেথায় যায়না, সে স্থানই উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে যে পর্যন্ত 'সেহনে মসজিদ' তথা মসজিদের আঙ্গিনা বলা হয়, সে পর্যন্ত মসজিদের সীমা হয়ে থাকে। (আলবাহরুর রায়েক)

ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদের যে জায়গায় যাওয়া বৈধ নয়

মাসআলা : মসজিদের আঙ্গিনা ছাড়া মসজিদের অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য যে সকল স্থান নির্ধারিত হয়েছে যেমন : ওযুর লোটা রাখার স্থান, নালা ও ওযুখানা, গোসলখানা, ইমাম-মু'আযযিনের কামরা, জানাযার স্থান, বিল্ডিং ইত্যাদির প্রধাণ গেইট কিংবা অন্যান্য দরজা যে গুলোতে জুতা পরে আসতে হয় এবং এগুলোর ছাদ, পতিত কোনো প্লট এমনিভাবে মসজিদের প্রয়োজনে বা সুবিধার্থে কিংবা মুসল্লীদের আরামের জন্য বানানো যে কোনো স্থান, যদিও তা মসজিদের সীমানার মধ্যে থাকুক ই'তিকাফকারীর জন্য তা মসজিদের হুকুমে নয়। এসব স্থানে যাওয়া ই'তিকাফকারীর জন্য বৈধ নয়। অবশ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এসব স্থানে যাওয়ার অনুমতি শরী'অত দিয়েছে যেমন : ওযু করা, পেশাব-পায়খানা করা ফরয গোসল ইত্যাদির প্রয়োজন মুতাবেক যাওয়া জায়েয। (জা'মিউর রুমূয)

মাসআলা : মসজিদের আঙ্গিনায় হাউজ বানানো হলে তথায় ওযু করার জন্য যেতে পারবে। তবে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যেমন : খানা খাওয়ার পর হাত ধোয়ার জন্য, কুলি করার জন্য কিংবা প্লেট ধৌত করার জন্য যাওয়া বৈধ নয়। সব ওযুখানার একই হুকুম। (জামিউর রুমূয)

মাসআলা : ঈদগাহে অথবা জানাযার স্থানে ই'তিকাফ করা শুদ্ধ নয়। (জা'মিউর রুমূয)

জরুরি দিক নির্দেশনা

শর'ঈ এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারীর জন্য যে সকল স্থানে যাওয়া জায়েয নয়, তা বার বার বিশেষ গুরুত্বের সাথে পড়ে নিবে। প্রায় অধিকাংশ সময় ই'তিকাফকারীগণ বে-খেয়ালে অথবা মাস'আলা মাসায়েল না জানার কারণে কখনো হাত ধোয়া, কুলি করা, নাক পরিষ্কার

করা প্লেট-বাটি ধৌত করা অনুরূপ অন্যান্য কজের জন্য মসজিদ থেকে অনেক সময় বাইরে চলে যান, যার কারণে তাঁদের ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায়। অথচ তাঁরা তা বুঝতেও পারেন না। জেনে রাখা উচিত যে, শরঈও প্রাকৃতিক জরুরত ছাড়া উপরোক্ত কাজ গুলোর জন্য মসজিদের বাইরে এক মিনিটের জন্য গেলেও ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

মসজিদের দেয়ালের বিধান

মসাআলা : মসজিদের ভিত্তি যে সব দেয়ালের উপর, সে গুলোর বিধান মসজিদের মতো। সুতরাং এসব দেয়ালের মধ্যে যদি মেহরাব, ছোট তাক, আলমারী কিংবা জানালা বানানো হয় অথবা মাইক লাগানো হয় তবে ই'তিকাফকারী এ সব স্থানে আসতে পারবে। (আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : মসজিদের যে দেয়াল পৃথক করে বানানো হয়েছে এবং এ ব্যাপারে এ মর্মে সন্দেহ হয় যে, মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা তা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেছে কি না? তদ্রুপ দেওয়াল না হয়ে অন্য কোনো স্থান হলে যার ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, তা মসজিদ সংশ্লিষ্ট কি না? তবে এক্ষেত্রে উক্ত স্থানটি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তথায় যাওয়া জায়েয নয়। (ইমদাদুল ফাতওয়া)

কয়েক তলা বিশিষ্ট মসজিদের বিধান

মাসআলা : কয়েকতলা বিশিষ্ট মসজিদের যে কোনো তলাতেই ই'তিকাফ করা যেতে পারে। কোনো এক তলায় ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে বসে যাওয়ার পর অন্য তলাগুলোতে যেতে পারবে। যদি আসা যাওয়ার সিঁড়ি মসজিদের ভিতরে হয়, এবং মসজিদের সীমানার বাইরে না হয়। মসজিদের সীমানা হতে দুই তিন সিঁড়ি বাইরে হলেও বৈধ হবে না।

হ্যাঁ সিঁড়ি যদি মসজিদের বাইরে হয়, এদিকে ছাদে যাওয়ারও প্রয়োজন পড়ে তা হলে এ অবস্থায় একটি (বিকল্প) পদ্ধতি রয়েছে, তা হল ই'তিকাফে বসার সময় এ রকম শর্তারোপ করে নিবে যে, আমি অমুক সিঁড়ি দিয়ে উপরে (ছাদে) যাব। তবে এ শর্তারোপ করার কারণে সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাওয়া জায়েয হবে। এভাবে শর্তারোপ করাকে ইসতিসনা তথা পৃথককরণও বলে। (শামী)

মাসআলা : শরঈ প্রয়োজন যেমন : জুমুআর নামাযের জন্য যাওয়া, প্রাকৃতিক প্রয়োজন যেমন : পেশাব-পায়খানা ও ফরয গোসলের জন্য যাওয়া এগুলো এমনিতেই পৃথক হয়ে যায় তাই ই'তিকাফ করার সময় এ গুলোর জন্য বের হওয়ার ভিন্ন নিয়ত করা জরুরি নয়।

অর্থাৎ ই'তিকাফের নিয়ত করার সময় এরূপ শর্ত করা যে, আমি জুমু'আ অথবা প্রস্রাব- পায়খানার জন্য বাইরে যাব এটা জরুরি নয়। যেহেতু শরী'অত স্বয়ং এগুলোর জন্য বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছে, এ জন্য তা এমনিতেই ভিন্ন হয়ে থাকে। (শামী, জামিউর রুমূয)

ই'তিকাফকারীর স্বপ্নদোষ হলে

ই'তিকাফকারীর দিনে বা রাতে কখনো স্বপ্নদোষ হলে ই'তিকাফের কোনো ক্ষতি হবে না। ই'তিকাফকারীর কর্তব্য হল জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম করে নিবে। এর জন্য কাঁচা অথবা পোড়া ইট রাখবে। অন্যথায় বাধ্য হয়ে মসজিদের (আঙ্গীনায়) দেয়ালে তায়াম্মুম করবে। এরপর গোসলের ব্যবস্থা করবে। (বাদায়ে)

গোসলের ব্যবস্থা স্বয়ং নিজেই করতে পারবে কিংবা অন্য কেউ করে দিবে। যেমন : পানি ভর্তি করা, পানি ঢালার জন্য কোনো বদনা বা পাত্র আনা। এগুলো যদি অন্য কেউ করতে থাকে, তবে উক্ত সময় ই'তিকাফ-কারী তায়াম্মুম অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করবে। এরপর গোসল সেরে কাপড় পরে মসজিদে চলে আসবে।

মাসআলা : শীত মৌসুমে স্বপ্নদোষ হলে এবং ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা হলে ই'তিকাফকারী তায়াম্মুম করে মসজিদে অবস্থান করবে এবং বাসায় সংবাদ পৌছিয়ে দিবে যাতে গরম পানির ব্যবস্থা হয়ে যায়। তবে যদি খুব নিকটে কোনো গরম পানির গোসলখানা থাকে, তা হলে নিকটবর্তী গোসলখানায় গিয়ে গোসল করে আসতে পারবে। সম্ভব হলে গোসলখানার মালিককে নিজের আগমনের সংবাদ দিবে এবং গোসল শেষে তড়িৎ মসজিদে চলে আসবে। (শামী)

শীতলতার জন্য গোসল করা

মাসআলা : গরমের কারণে সিক্ততার জন্য গোসলের উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বাইরে যাওয়া জায়েয নেই। যদি ই'তিকাফকারী বেরিয়ে পড়ে, তবে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (ইতদাদুল ফাতওয়া)

মাসআলা : জুমু'আর গোসলের জন্যও ই'তিকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। তবে জুমু'আর পূর্বে শরঈ অথবা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে জুমু'আর গোসল করে নিতে পারবে। তড়িৎ গোসল সেরে মসজিদে ফিরে যাবে। কেননা জুমু'আর গোসলও সুন্নাত ইবাদত আর এ অবস্থায় সকল ইবাদতের উপর আমল হয়ে যাবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া)

ই'তিকাফকারীর ওযুর বিধান

মাসআলা : ই'তিকাফকারী ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের ওযুর জন্য, এমনিভাবে কুরআন তিলাওয়াত, সাজদায়ে তিলাওয়াত ও কাযা নামাযের ওযুর উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বাইরে যাওয়া বৈধ। কেননা এসব ইবাদতের জন্য ওযু অপরিহার্য শর্ত।

উল্লেখ্য যে, সব ক্ষেত্রে ওযু শর্ত নয়; বরং মুস্তাহাব যেমন : ওযু থাকাবস্থায় ওযু করা কিংবা আল্লাহ তা'আলার যিকিরের উদ্দেশ্যে ওযু করা। ঐসব ক্ষেত্রে ওযুর জন্য বাইরে যাবে না। আর বাইরে যাওয়া দ্বারা মসজিদের ওযুখানা উদ্দেশ্য। (আল বাহরুর রায়েক)

মাসআলা : ই'তিকাফকারীর শরীর অথবা কাপড় নাপাক হয়ে গেলে নিজেই মসজিদের বাইরে গিয়ে তা ধুয়ে নিতে পারবে। কেননা, নাপাকী ও নাপাক বস্তু থেকে মসজিদ পবিত্র রাখা আবশ্যক। (শামী)

মাসআলা : মসজিদে ওযুর পানি শেষ হয়ে গেলে যেখান থেকে খুব দ্রুত পানি আনা যায়, সেখান থেকে পানি আনতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে ঘরে যেতে হলেও যেতে পারবে। চাইলে বাড়ী থেকে ওযু করেই আসতে পারবে অথবা মসজিদে পানি এনে বদনা ইত্যাদি দ্বারাও ওযু করতে পারবে। তবে বিনা প্রয়োজনে পথিমধ্যে বিলম্ব করবে না। (জামিউর রুমূয)

সুন্নাত ই'তিকাফ কাযা করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : রমাযানুল মুবারকে শেষ দশকে সুন্নাত ই'তিকাফ অবস্থায় জুমু'আর গোসল কিংবা শীতলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে গোসলের জন্য বের হলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে, না কি ই'তিকাফ বহাল থাকবে এবং তা পূর্ণ করতে হবে।

আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার দ্বারা মসজিদের পূর্ণ সীমা উদ্দেশ্য? না কি নামাযের স্থান হিসাবে যা মসজিদের হুকুমে আছে তা উদ্দেশ্য।

উত্তর : যে দিনের ই'তিকাফ আরম্ভ হয়ে গেছে, ঐ দিনের (বের হওয়ার দ্বারা) ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। অবশিষ্ট দিনগুলোর ই'তিকাফ পূর্ণ করবে। অবশ্য মান্নতকৃত ই'তিকাফে (উক্ত উদ্দেশ্যে বের হলে) সব দিনের ই'তিকাফই ভেঙ্গে যাবে। আর যে স্থানে নামায পড়া হয় সেটাই মসজিদ, গোটা সীমানা মসজিদ নয়।

প্রশ্ন : অজ্ঞতাবশত: মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়লে কিংবা গোসল করলে ই'তিকাফ হবে কি না?

উত্তর : যে কয়দিন এরূপ করেছে, ঐ দিনগুলোর ই'তিকাফ কাযা করতে হবে।

প্রশ্ন : যদি একুশতম দিন ই'তিকাফ করার পর কোনো কারণে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায়, তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন তথা ২২ ও ২৩তম দিনে ই'তিকাফ করে নিলে তা ই'তিকাফের মধ্যে ধর্তব্য হবে কি না?

উত্তর : সুন্নাত ই'তিকাফে যে দিনের ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায় ঐ দিনের ই'তিকাফ কাযা করা ওয়াজিব। সুতরাং যদি রমাযানের কিছু দিন অবশিষ্ট থাকে আর উক্ত দিনের কাযার নিয়ত করে তাও শুদ্ধ হবে অথবা ঈদুল ফিতরের পর শাওয়ালের নফল ছয় রোযার মধ্যে এক দিনের ই'তিকাফ করে নিবে। অন্যথায় যখনই সুযোগ হয় একটি নফল রোযা রেখে এক দিনের ই'তিকাফ কাযা করে নিবে। (রদ্দুল মুহতার : ৩/৪৩৪)

মাসআলা : ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি কেউ রমাযানের শেষ দশকে সুন্নাত ই'তিকাফের নিয়ত করে ই'তিকাফে বসে যায়, এরপর দুই তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মারাত্মক কোনো

বাধ্যবাধকতা কিংবা অপারগতার কারণে এরূপ নিয়ত করে যে, আজকের ই'তিকাফ পূর্ণ করে মাগরিবের পর বাড়ি চলে যাব। অর্থাৎ আগামী কালের ই'তিকাফের নিয়ত বর্জন করে, তবে উক্ত ব্যক্তির সুন্নাত ই'তিকাফ শেষ হয়ে নফল ই'তিকাফে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আর চলে যাওয়ার কারণে তার উপর কাযা আবশ্যক হবে না। কেননা সে তো আরম্ভ করার পর ই'তিকাফ ভেঙ্গে দেয় নি বরং শেষ করে দিয়েছে। তবে যদি শেষ করার নিয়ত না করে এবং সূর্যাস্তের পর আগামী দিনের ই'তিকাফ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর ঐ দিনে বা রাতে মসজিদ থেকে চলে যায় তবে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে এবং এক দিনের ই'তিকাফ কাযা করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।

(রদ্দুল মুহতার)

ই'তিকাফকারীর সংক্ষিপ্ত আমলসূচী

ই'তিকাফকারীর জন্য নিম্ন বর্ণিত আমল সূচীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বশীল হওয়া চাই। কেননা সে তো আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ উদ্দেশ্যেই উপস্থিত হয়েছে। তার প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান।

১. মাগরিবের নামাযের পর কমপক্ষে ছয় রাকা'আত আর সর্বোচ্চ বিশ রাকা'আত আওয়াবীনের নফল নামায আদায় করবে। এরপর আয়াতুল কুরসী এবং চার 'কুল" পড়ে শরীরে 'ফু' দিবে। এরপর সংক্ষিপ্ত খানা ও সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পর ইশার নামাযের প্রস্তুতি নিবে এবং প্রথম কাতার ও তাকবীরে উলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবে।

২. ইশা ও তারাবীহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর দ্বীনী ইলম অর্জন করা এবং তদানুযায়ী আমল করার উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ কোনো দ্বীনী কিতাব অধ্যয়ন করবে। কিংবা কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমে দ্বীনের দরসে অংশগ্রহণ করবে (যদি এ রকম দরস হয়)। শবে-কদরে কিতাব অধ্যয়নের পর স্বভাবে যদি প্রফুল্লতা থাকে তবে যিকির, তিলাওয়াত ও নফল নামাযে লিপ্ত থাকবে। আর ঘুমানোর ইচ্ছা হলে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাত মোতাবেক কিবলামুখী হয়ে (যদি সম্ভব হয়) ঘুমিয়ে পড়বে।

৩. গরমের ঋতুতে আনুমানিক ভোর তিনটায় ঘুম থেকে জেগে যাবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলো পুরা করার পর সুন্নাত মোতাবেক ওযু করবে এবং তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযু ও তাহাজ্জুদের নফল

আদায় করবে। নফল থেকে ফারেগ হয়ে কিছুক্ষণ চুপিসারে যিকির, তাসবীহ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকবে। এরপর চুপচাপ খুব কান্নাকাটা করে নিজের সকল নেক উদ্দেশ্য এবং উভয় জাহানের সফলতার জন্য দু'আ করবে।

৪. সুবহে সাদিকের সিকি ঘন্টা তথা আনুমানিক ১৫ মিনিট পূর্বে সাহরী খেয়ে নিবে। সাহরী থেকে অবসর হয়ে ফজরের নামাযের প্রস্তুতি নিবে। প্রথম কাতার ও তাকবীরে উলার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে। যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকবে, ইস্তেগফার করতে থাকবে।

৫. ফযরের নামায থেকে অবসর হওয়ার পর আয়াতুল কুরসী এবং চার "কুল" পড়ে সমস্ত শরীরে দম করবে এবং সুবহানাল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ, আল্লাহ আকবার, আস্তাগফিরুল্লাহ ও দরূদ শরীফের এক একটি তাসবীহ পড়বে।

৬. ইশরাকের সময় কম পক্ষে দুই রাকা'আত আর সর্বোচ্চ আট রাকা'আত নফল নামায আদায় করবে। এরপর বিশ্রাম করবে। চাশতের সময় জেগে উঠবে এবং সর্বনিম্ন দুই রাকাআত আর সর্বোচ্চ বার রাকা'আত চাশতের নামায আদায় করবে এবং যতটুকু সম্ভব স্ব-শব্দে কালামে পাক তেলাওয়াত করবে।

৭. সূর্য হেলে যাওয়ার পর চার রাকআত 'সুনানে যাওয়া'ল পড়ে নিবে। এরপর যোহরের নামাযের অপেক্ষায় প্রথম কাতারে গিয়ে বসবে এবং তাকবীরে উলার প্রতি গুরুত্ব দিবে। যোহর থেকে অবসর হয়ে 'সালাতুত তাসবীহ' পড়বে ও তিলাওয়াত করবে। এরপর যদি দুর্বলতা অনুভব হয়, তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে।

৮. আসরের নামাযের আনুমানিক আধা ঘন্টা পূর্বে জাগ্রত হবে। ওযু করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও অন্যান্য নফল আদায় করে আসরের নামাযের অপেক্ষা করবে। আসর থেকে ফারেগ হয়ে সংক্ষিপ্ত তিলাওয়াত শেষ করে তাসবীহ সমূহ আদায় করবে যা (৫) নাম্বারে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর একাগ্রচিত্তে দু'আয় লিপ্ত থাকবে। এ সময়টি অত্যন্ত মূল্যবান, এ জন্য 'ইফতারী' প্রস্তুত করতে গিয়ে এ দামী সময়কে নষ্ট হতে দিবে না।

৯. যে সকল বিষয় ই'তিকাফ অবস্থায় করা মাকরূহ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকবে। যার বিস্তারিত আলোচনা ই'তিকাফের মাকরূহ বিষয়সমূহের অধ্যায়ে গত হয়েছে। তা পূনরায় গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে।

১০. ই'তিকাফকারীর জন্য জরুরি হল যেখানেই থাকুক সে প্রথম কাতারে স্বয়ং এসে বসবে। তোয়ালে, চাদর ইত্যাদি দ্বারা জায়গা দখল করবে না।

নিজের সকল প্রকার কথা-কাজ, উঠা-বসা এবং কর্মগুণে অন্য কোনো ই'তিকাফকারী অথবা নামায আদায়কারীদের কষ্ট দেওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হবে।

নিজের এবং অপরাপর বন্ধু-বান্ধব ও সংশ্লিষ্টদের ক্ষমা ও মাগফেরাতের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। রহমতের আশাবাদী হবে এবং কখনো নিরাশ হবে না। মাওলানা মুফতী আবদুর রউফ সাহেব সাখরবী 'আল বালাগ' করাচী রমাযানুল মুবারক– ১৪০৮ থেকে গৃহীত

বিশেষ কিছু আ'মল

ই'তিকাফ চলাকালীন সময়ে মানুষ দুনিয়াবী সকল কাজকর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে মসজিদে চলে আসে এ জন্য এ সময়কে গনীমত (সুবর্ণ সুযোগ) মনে করা উচিত এবং এতে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা কিংবা বিলাসিতা না খুঁজে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহ তা'আলার যিকির তাসবীহ ও অযীফা সমূহ পাঠ করা উচিত।

ই'তিকাফের জন্য বিশেষ কোনো নফল ইবাদত নির্ধারিত নেই বরং যখন যে ইবাদত করার সুযোগ হয়, তা-ই গনীমত মনে করবে। উল্লেখ্য, কিছু ইবাদত এমন আছে যেগুলো সাধারণ অবস্থায় করার সুযোগ হয় না এ সব ইবাদত পালনের জন্য ই'তিকাফই সর্বোত্তম মোক্ষম সময়। এ জন্য এখানে এ জাতীয় কিছু আমলের আলোচনা করা হচ্ছে যাতে ই'তিকাফকারীগণের জন্য সহজ হয়।

(আহকামে ই'তিকাফ– মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী)

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত তাসবীহের এক বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চাচা হযরত আব্বাস রাযি.-কে খুব গুরুত্বের সাথে শিখিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, এ নামায দৈনিক একবার পড়ে নিবেন। এতে সক্ষম না হলে প্রতি সপ্তাহে একবার পড়বেন। এতেও সক্ষম না হলে প্রতি মাসে একবার আর এতেও যদি সক্ষম না হন, তবে বৎসরে একবার হলেও আদায় করে নিবেন।"

উপরন্তু এ নামাযের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যদি তোমাদের গুনাহ 'আলেজ' নামক এলাকার বালি পরিমাণও হয়, তবে (উক্ত নামাযের বিনিময়ে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।" (জামে তিরমিযী)

তাই এর অর্থ দাঁড়ায় গুনাহ যতই বেশি হোক না কেন এ নামাযের বদৌলতে তার ক্ষমার আশা করা যায়। এ জন্য বুযুর্গানে দ্বীন এই নামাযের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক রহ. দৈনিক যোহরের সময় আযান ইকামতের মাঝে এই নামায পড়তেন। হযরত আবদুল আযীয বিন আবী দাউদ রহ. বলেন, "যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে চায়, সে যেন এ নামাযের প্রতি মনোযোগী হয়।"

হযরত আবূ উসমান হি'রী রহ. বলেন, বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য সালাতুত তাসবীহের থেকে অধিক কার্যকরী অন্য কিছু আমি দেখি নি। (মা'আরিফুস সুনান : ৪/২৮২)

এজন্য ই'তিকাফ অবস্থায় এ নামায সম্ভব হলে প্রতিদিন পড়বে অথবা যতবার পড়া সম্ভব হয় অবশ্যই পড়বে।

নামায পড়ার পদ্ধতি চার রাকাআত সালাতুত তাসবীহ এর নিয়তে পড়বে। বাকী সকল আরকান অপরাপর নামাযের মতো। তবে এ নামাযে প্রতি রাকআতে ৭৫ বার করে

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে পড়বে। আর যদি এর সাথে এই

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ

অংশটিকে মিলিয়ে পড়া হয়, তবে তা উত্তম। সালাতুত তাসবীহ পড়ার পদ্ধতি :

১. নিয়ত বেঁধে নিয়মতান্ত্রিক সানা, সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য যে কোনো সূরা পড়বে। কেরাত শেষে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উক্ত তাসবীহ ১৫ বার পড়বে। এরপর রুকুতে যাবে।

২. রুকুতে গিয়ে প্রথমে নিয়মানুযায়ী তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ পড়বে। এরপর ১০ বার উক্ত তাসবীহ পড়ে রুকু থেকে উঠে যাবে।

৩. রুকু থেকে উঠে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ বলবে। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ১০ বার উপরোক্ত তাসবীহ পড়ে সাজদায় যাবে।

৪. সাজদায় গিয়ে নিয়মানুযায়ী سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى তিনবার পড়বে এরপর তাসবীহটি ১০ বার পড়বে এবং সাজদা থেকে উঠবে।

৫. প্রথম সাজদা থেকে উঠে বসে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়বে। এরপর দ্বিতীয় সাজদায় যাবে।

৬. দ্বিতীয় সাজদায় গিয়ে ও প্রথমে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى বলে উক্ত তাসবীহটি ১০ বার বলবে। এরপর সাজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বসে ১০ বার উক্ত তাসবীহ পড়বে। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে জন্য দাঁড়াবে।

এভাবে এক রাকা'আতে ৭৫ বার তাসবীহ পড়া হয়ে গেল। অনুরূপভাবে বাকী তিন রাকাত পড়ে নিবে যেন চার রাকাতে ৩০০ বার উক্ত তাসবীহ পড়া হয়ে যায়। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে এ তাসবীহ আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর পড়বে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

দ্বিতীয় পদ্ধতিটিও জায়েয আছে এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. থেকে প্রমাণিত। তা হলো প্রথমেই কেরাতের পর এই তাসবীহ ২৫ বার পড়বে। এরপর দ্বিতীয় সাজদা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ১০ বার করে পড়তে থাকবে।

আর দ্বিতীয় সাজদার পর বসে তাসবীহ না পড়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে।

আল্লামা শামী রহ. লেখেন যে, উভয় পদ্ধতিতে সালাতুত তাসবীহ পড়া উচিত। কখনো এই পদ্ধতিতে আবার কখনো ঐ পদ্ধতিতে।

তাসবীহগুলোর সংখ্যা যদি এমনিতেই স্মরণ থাকে, তবে হাতের আঙ্গুল দ্বারা গণনা করবে না। অবশ্য কারো যদি ভুল হয়ে যায়, তবে আঙ্গুলের দ্বারা গণনা করা জায়েয আছে। কোনো এক রুকনে তাসবীহ পড়া ভুলে গেলে পরবর্তী রুকনে তা কাযা করে নিবে। এভাবে এক রাকাতে ৭৫ বার তাসবীহ পূর্ণ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, রুকুর মধ্যে ভুলে যাওয়া তাসবীহগুলো দাঁড়ানো অবস্থায় কাযা না করে সাজদায় গিয়ে কাযা করবে। এমনিভাবে প্রথম সাজদায় ভুলে যাওয়া তাসবীহগুলো দুই সাজদার মাঝে কাযা না করে দ্বিতীয় সাজদায় গিয়ে কাযা করবে। (শামী : ১/৪৬১)

সালাতুত হাজাত

মানুষের সামনে দুনিয়া বা আখিরাতের কোনো প্রয়োজন এসে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হাজতের নামায' পড়ার উপদেশ দিয়েছেন। সালাতুত হাজাত পড়ার বিভিন্ন পদ্ধতি মাশায়েখ রহ. থেকে বর্ণিত রয়েছে। তবে এর সুন্নাত পদ্ধতি যেটা হাদীসের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে তা এই যে, সালাতুল হাজতের নিয়তে দুই রাকা'আত নফল নামায পড়বে। এর নিয়ম কানুন অন্যান্য নফল নামাযের মতো হবে। এতে কোনো পার্থক্য নেই। তবে নামায শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ বলে দরূদ শরীফ পড়বে। এরপর এই দু'আ পড়বে

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَه وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَه وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

"আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রতিপালক নেই, তিনি ধৈর্যশীল ও পরম দাতা। মহান আরশের মালিক আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং সমস্ত

প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি উভয় জাহানের প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আপনার কাছে আপনার রহমতের মাধ্যম সমূহ এবং পরিপূর্ণ ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সকল প্রকার নেক কাজের তাওফীক চাই এবং সকল প্রকার অপরাধ থেকে নিরাপত্তা চাই। সব ধরনের গুনাহ ক্ষমা করে দিন এবং সকল প্রকার পেরেশানি ও দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করুন। আর সকল প্রয়োজন যা আপনার সন্তুষ্টি মুতাবেক হয়, পুরা করেন হে পরম দয়ালু। (জামে তিরমিযী)

সালাতুল হাজাতের হাদীস ভিত্তিক তাহকীকের জন্য মা'আরিফুস সুনান চতুর্থ খণ্ডের ২৭৫নং পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে। যদিও 'সালাতুল হাজাত" দুনিয়াবী এবং আখেরাতের যে কোনো উদ্দেশ্যে পড়া যায়, তবে এটা পড়ে যদি আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করা যায় যে, "হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার পরিবারের সদস্যদেরকে দ্বীনের উপর আমল করার এবং সুন্নতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করুন আর আমাদেরকে জান্নাত দান করুন। আমীন"। তা হলে আল্লাহ চাহেন তো অনেক উপকার হবে।

কিছু মুস্তাহাব নামায

কিছু মুস্তাহাব নামায অত্যন্ত ফযীলত ও সাওয়াবের ধারক। এমনিতেই মুসলমানদের উচিত সর্বদা এগুলোর প্রতি গুরুত্বশীল হওয়া। বিশেষ করে ই'তিকাফ অবস্থায় এগুলোর পাবন্দী করা সহজ। আর ই'তিকাফ অবস্থায় উক্ত নামায নিয়মানুবর্তীতার সাথে পড়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করা হলে অবশিষ্ট দিনগুলোতেও এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং এটা ও অসম্ভব নয় যে আল্লাহ তা'আলা ই'তিকাফের বরকতে এসব মুস্তাহাবের অভ্যস্ত বানিয়ে দিবেন।

তাহিয়্যাতুল ওযু

প্রত্যেক ওযুর পর তাহিয়্যাতুল ওযু হিসাবে দু'রাকাআত নামায পড়া মুস্তাহাব। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে :

مَا مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّاُ فَيُحْسِنَ الْوُضُوْءَ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ يقبل بِقَلْبِه وَوَجْهِه عَلَيْهِمَا اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

"যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ওযু করে। এরপর দুই রাকাত নামায পরিপূর্ণভাবে একাগ্রতার সাথে আদায় করে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (ফাতাওয়া শামী)

ই'তিকাফ অবস্থায় ই'তিকাফকারী যেহেতু মসজিদেই অবস্থান করে এ জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে যখনই ওযু করবে তাহিয়্যাতুল ওযু পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিবে। ইনশাআল্লাহ এতে অনেক ফযীলতের অধিকারী হবে। তাহিয়্যাতুল ওযুর জন্যে বিশেষ কোনো পদ্ধতি নেই; অন্যান্য নামাযের মতোই এটা পড়া যায়। তবে অঙ্গসমূহ শুকানোর আগে আগেই পড়ে নেওয়া উত্তম। (শামী : ১/৪৫৮)

যদি কোনো কারণে তাহিয়্যাতুল ওযুর সময় না পাওয়া যায় তবে সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ অথবা ফরয নামায শুরু করার সময় ঐ নামাযেই তাহিয়্যাতুল ওযুর নিয়ত করে নিবে তবে ইনশাআল্লাহ এই ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে না। (শামী)

সহীহাইনে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলালে হাবশী রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বেলাল! বল, ইসলাম গ্রহণের পর তোমার কোন আমলের ব্যাপারে তোমার সবচেয়ে বেশি আশা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে তোমার উপর রহমত করবেন।) কারণ জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার জুতার আওয়ায শুনতে পেয়েছি। হযরত বেলাল রাযি. বললেন, "আমি এমন কোনো আমল করি নি, যার ব্যাপারে আমার অধিক আশা হয় (এটা ছিল তাঁর ধারণা অনুযায়ী)। তবে দিনে-রাতে আমি যখনই ওযু করি, উক্ত ওযু দ্বারা যত নামায পড়া সম্ভব হত পড়ে নিতাম।

(মিশকাত : ১১৬)

ইশরাকের নামায

ইশরাকের নামায যা সূর্যোদয়ের পর পড়া হয়। ইশরাকে নামায দু'রাকাত। সূর্য উদিত হয়ে কিছুটা উপরে উঠে গেলে উক্ত নামায পড়া যায়। এর উত্তম পদ্ধতি হল ফজরের নামায আদায়ান্তে আপন স্থানে বসে তাসবীহাত, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকবে এবং সূর্য উদিত হয়ে কিছুটা উপরে উঠে গেলে দু'রাকাআত (নামায) পড়ে নিবে। হযরত আনাস

ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত তথায় (মসজিদে) যিকির করতে থাকে। এরপর দুই রাকাআত ইশরাকের নামায পড়ে; তবে উক্ত ব্যক্তি এক হজ্ব ও এক ওমরার পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব পেয়ে যাবে। (তিরমিযী, তারগীব : ১/১৬৪)

হযরত সাহল ইবনে মু'আয তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায থেকে অবসর হয়ে আপন নামাযের স্থানে বসে থাকে এবং ইশরাকের দুই রাকা'আত পড়ার পূর্বে মুখে ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু না বলে, তবে তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও মাফ করে দেওয়া হয়। (মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ, তারগীব : ১/১৬৫)

চাশতের নামায

'সালাতুদদোহা'-কে উর্দূতে চাশতের নামায বলা হয়। হাদীসে এই নামাযেরও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এর মুস্তাহাব ওয়াক্ত আরম্ভ হয় দিনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর। অর্থাৎ সুবহে সাদিক ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত যত ঘণ্টা হয়, তাকে চার ভাগে ভাগ করে এক ভাগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর সূর্য হেলে যাওয়ার আগে আগেই কোনো এক সময়ে তা আদায় করে নিবে। এটাই মুস্তাহাব সময়। তবে এর পূর্বে সূর্যোদয়ের পর যে কোনো সময় উক্ত নামায পড়া যায়। (শামী, কাবীরী : ৩৭৩)

চাশতের নামায চার রাকাত থেকে বার রাকাত পর্যন্ত যত ইচ্ছা পড়তে পারবে। এমনকি এর চেয়ে বেশিও পড়া যাবে। তবে শুধু দুই রাক'আত পড়ে নিলেও সর্ব নিম্ন ফযীলত ইনশাআল্লাহ অর্জিত হবে। (শামী : ১/৪৫৯)

হাদীস শরীফে এই নামাযের বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন : হযরত আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

مَنْ صَلَّى الضُّحٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ صَلَّى اَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ ، وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِىَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللّٰهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ ، وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَه بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ

"যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকা'আত নামায আদায় করে তাকে গাফেল তথা উদাসীনদের মধ্যে গণনা করা হয় না। যে ব্যক্তি চার রাকা'আত পড়ে, তাকে ইবাদতকারীদের মধ্যে গণনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি ছয় রাকা'আত পড়ে তার জন্য (উক্ত ছয় রাকা'আত) সারা দিন (রহমত নাযিলের জন) যথেষ্ট হয়ে যায়।

আর যে ব্যক্তি আট রাক'আত আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। এমনিভাবে যে ১২ রাকাআত পড়ে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দেন।

(আততারগীব ওয়াততারহীব : ১/২৩৬, তাবারানী)

ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী রহ. এর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীও বর্ণিত আছে যে, "চাশতের নামাযের প্রতি গুরুত্বদানকারীর গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়, তহলেও তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (তারগীব : ১/২৩৫)

আওয়্যাবীনের নামায

সাধারণত মাগরিবের পর যে নফলগুলো পড়া হয় তাকেই আওয়্যাবীনের নামায বলে। এই নামায সর্বনিম্ন ছয় রাকা'আত এবং সর্বোচ্চ বিশ রাকাত। আর উত্তম হল মাগরিবের দুই রাকা'আত সুন্নাত মু'আক্কাদা ছাড়া আরো ছয় রাকা'আত পড়ে নেওয়া। অবশ্য সময়ের সংকীর্ণতা থাকলে মাগরিবের দুই রাক'আত সুন্নতে মুআক্কাদাসহ ছয় সংখ্যা পুরণের দ্বারাও ইনশাআল্লাহ উক্ত নামাযের ফযীলত অর্জিত হয়ে যাবে।

হাদীসে শরীফে এ নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকা'আত নামায এমনভাবে পড়ে, যার মাঝে কোনো খারাপ কথা মুখে উচ্চারণ করে না, তবে এই ছয় রাকা'আত নামায তার জন্য বার বছর ইবাদতের সমান বিবেচনা করা হবে।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত, " যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকা'আত পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দিবেন।"

ওলামায়ে উম্মত ও বুযর্গানে দ্বীন এ নামাযের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে এ নামায পড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

✪ ই'তিকাফ অবস্থায় বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এ সময়টা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত নাযিল হওয়ার মুহূর্ত। এ জন্য এর থেকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। উল্লেখ্য, তাহাজ্জুদের নামায সুবহে সাদিকের পূর্বেই শেষ করে নেওয়া চাই। কেননা সুবহে সাদিকের পর ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত ছাড়া অন্য কোনো নফল নামায পড়া বৈধ নয়। অবশ্য সুবহে সাদিকের পূর্বেই তাহাজ্জুদের নিয়ত বেঁধে ফেললে এবং নামাযের মধ্যেই সুবহে সাদিক হয়ে গেলে দুই রাকাত পূর্ণ করা আবশ্যক। (শামী : ১/২৭৬)

দু'আর মুহতায

৫ই রবীউসসানী, ১৪১৫ হিজরী। মুহাম্মাদ রাফ'আত কাসেমী

শিক্ষক : দারুল উলূম দেওবন্দ,